بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

Jamiyah Muhammadiyah Salafiyah

U-142/A/1, S. A. Farooquie Road, Kolkata-700018

11th Year ❖ Ramazan Edition 1437 Hijri Bengali Year 1423 English Year 2016

MANAGING COMMITTEE

President
JB. HAJI IQBAL HOSSAIN GAZI
Secretary
JAMALUDDIN MOLLA
SAIFUL ISLAM MOLLA
Treasurer
JALALUDDIN MOLLA

Members
ABDUL BARI MOLLA

Harun Rashid Molla	Saifuddin Molla	Haji Azizur Rahman Molla
Kalimuddin Molla	Abdul kadir	Abdul Hakim Gazi
Monirul Islam	Abdul Mabud Gazi	Md. Ali Gazi
Raihan Gazi	Zobair Gazi	Sk. Jabir Hossain
Sekendar Halder	Sk. Abdul Haque	Sk. Abdul Mohid
Nooruddin Gazi	Feroz Gazi	Sk. Layek Ali
Haider Ali Gazi	Sk. Anwar Ali	Yasin Sardar
Sk. BodreJahan	Mostafa Gazi	Md. Jakir Hossain Gazi
Akbar Ali Gazi	Monirul Islam Mondal	Haji Soleman Molla
Salauddin Sardar	Abdus Sukur Mali	Sahabuddin Sardar

Jamiyah Muhammadiyah Salafiyah

U-142/A/1, S. A. Farooquie Road, Kolkata-700018

11th Year ❖ Ramazan Edition 1437 Hijri Bengali Year 1423 English Year 2016

OUR TEACHERS

Hd. Teacher

FAZILATUSH SHAIKH OBAYDULLAH RAIHAN AL BUKHARI

Asstt. Hd. Teacher

FAZILATUSH SHAIKH ABDUL MALEK FAIZY

Asstt. Teachers

FAZILATUSH SHAIKH RIZWAN FAIZY

FAZILATUSH SHAIKH FEROZ ASRI

FAZILATUSH SHAIKH SHAFIQUL ISLAM AL MUHAMMADEE

FAZILATUSH SHAIKH RAFIQUL HASAN SB.

FAZILATUSH SHAIKH HAFIJUDDIN SALAFI

FAZILATUSH SHAIKH MD. MUTTALIB ASRI

FAZILATUSH SHAIKH AYNUL HAQUE SHAMSI

FAZILATUSH SHAIKH HAFIZ NAZME ALAM MAJAHARI

FAZILATUSH SHAIKH FAROOQUE ABDULLAH AL UMRI

Non Teaching Staffs

SALIM SK. (BABRUCHI)

MOKARIM MOLLA (BABURCHI)

MD. AMIN (GATE KEEPER)

সম্পাদকের কলম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামীনের যিনি পরম করুণাময় ও অশেষ দয়াময়। দরূদ ও সালাম তাঁর সর্বশেষ নবী জনাব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উপর।

আল্লামাহ্ ইকবাল বলেছেন - যখন একটি জাতি শিক্ষা বর্জন করে, তখন সে অজান্তে দারিদ্রতাকে আমন্ত্রণ জানায়। আর যখন দারিদ্রতা আসে তখন সে বয়ে আনে সহস্র অপরাধের দাবানল। শিক্ষার দ্বারা মানুষ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি পেতে পারে। রাসূল (সাঃ) আদেশ করেছেন প্রত্যেক নর-নারীকে বিদ্যা শিক্ষা করার। আমরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্র রহমতে ও আপনাদের দোওয়া ও সহযোগিতায় জামিয়াহ্ মুহাম্মাদিয়াহ্ সালাফীয়াহ্কে সাফল্যের ৪৫ তম বর্ষের নিয়ে যেতে পেরেছি। এবছর হিফ্য্ বিভাগ সহ আদনা থেকে বুখারী পর্যন্ত শতাধিক ছাত্র পঠন-পাঠনে রত ছিল। এখানে ক্বিরাত, তাফ্সীর, হাদীস, আরবী, উর্দূ, ফারসী, ফিকাহ্, ফারায়েয, বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, কম্পিউটারসহ বক্তব্য রাখা ও প্রবন্ধ রচনা করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই মাদ্রাসা সম্পূর্ণভাবে এতীম ও দুঃস্থ ছেলেদের জন্য। এদের সম্পূর্ণ খরচ বহন করার জন্য আপনাদের যাকোত, ফিৎরা, সাদকাহ্র বেশিরভাগ অংশ যাতে পেতে পারি সেজন্য আপনাদের নিকট সবিনয় নিবেদন করছি।

এবছর আল্ হামদুলিল্লাহ্, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও বি.এ. পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ পাঁচ বছরের কোর্স চালু করার পরিকল্পনার বাস্তবায়ণ চলছে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে আসন্ন রমাযানের মাসে দান ও খয়রাত করার তৌফিক দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

জামালউদ্দীন মোল্লা
সম্পাদক
জামিয়্যাহ মুহাম্মাদিয়্যাহ সালাফিয়্যাহ
গাজীপাড়া, মেটিয়াবুরুজ, কোল-১৮

সভাপতির কলম

প্রশংসা একমাত্র সেই মহান প্রতিপালকের জন্য যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালনকারী। হে আল্লাহ্, দরূদ ও সালাম বর্ষিত করুন আপনার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর।

রাসূল (সাঃ) এর উপর সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তার সারমর্ম হল শিক্ষা অর্জন করো। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক নর-নারীর উপর বিদ্যাশিক্ষা অর্জন ফরজ ঘোষণা করেছেন। আর, আজকের সমাজে আমরা যদি বিশ্বে সত্যিই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাহলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের শিশুদের শিক্ষা দান করতে হবে। তাই এই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্টার উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষার প্রসারে নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে চলেছি। আমরা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছি তার মূল উদ্দেশ্য হল পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক শিক্ষাদান, আধুনিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করে মানুষের মন-মগজকে শির্ক ও বিদআত থেকে মুক্তি দান করা। আল্লাহ্ অশেষ প্রশংসা প্রতি বছর আমাদের অত্র জামিয়াহ্ মুহাম্মদীয়াহ্ সালাফীয়াহ্ মাদ্রাসা থেকে প্রচুর ছাত্র হাফীযে কুরআন হচ্ছে। উক্ত মাদ্রাসার উন্নতির জন্য কয়েক কাজ বিশেষ করে সম্মন্ন করা প্রয়োজন যেমন ছাত্রাবাসের উন্নতি সাধন, বাসগৃহ নির্মাণ, পানির সুব্যবস্থা। আর এসকল কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন। তাই আপনাদের নিকট আবেদন রইল যে, আপনারা মাদ্রাসা পরিদর্শন করে আপনাদের অমূল্য সুপরামর্শ ও হালাল অর্থ দান করে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করুন ও নিজের ও নিজ পিতা-মাতার তরফ থেকে আল্লাহ্ রাস্তার ব্যয় করে জান্নাতের পথ সুগম করুন।

আল্লাহ্ যেন আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, আমিন।

আলহাজ ইকবাল হোসেন গাজী
সভাপতি
জামিয়্যাহ মুহাম্মাদিয়্যাহ সালাফিয়্যাহ
গাজীপাড়া, মেটিয়াবুরুজ, কোল-১৮

দারসে কুরআন

সূরা বাকারার (আয়াত-২৮৪,২৮৫,২৮৬) তফসীর

- আব্দুল মালেক বিন রেযাউল্লাহ

অর্থাৎ - নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন, অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান (সূরা বাকারাহ্, ২৮৪)

তফসীর : সূরা বাকারার ২৮৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে - আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কুরআন ও তার হিদায়ত অনুসারে আমল কেন করতে হবে ? এবং তার অনুসরণ কেন প্রয়োজন ? তার উত্তরে বলা হয়েছে এই জন্য অনুসরণ প্রয়োজন কারণ তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সব কিছুরই তিনি অধিপতি, তিনি সব কিছুকেই সৃষ্টি করেছেন। এই জন্য তার হিদায়ত অনুসারে সকল মানব জাতিকে চলতে হবে। মানুষের মনে যা কিছু উদ্ভব হয় চাই সেটা প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে সকলকেই ক্ষমা প্রদান করেন বা ইচ্ছা করলে তিনি শাস্তি প্রদান করেন। তাঁর সম্মুখে সকলেই অক্ষম।

২৮৫ নং আয়াতে রসূল ও মুমিনদের ঈমান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ্, তার ফিরিস্তা সমূহ, তার আসমানী। কিতাবসমূহ ও তার রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। যে কোন রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ণ করার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করে বলা হয়নি। এমনকি কোন ফিরিস্তার প্রতি নিজের শত্রু ভাবা হয়নি। এবং কিছু আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ণ করা ও কিছু আসমনী কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ণ না করা এরূপ দ্বিমত পোষণ করা হয়নি। যেমন ভাবে ইহুদীরা ইঞ্জিলকে অমান্য করতো এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ও কুরআন কে মিথ্যা ভাবতো। এরূপ ভাবে পূর্বের সমস্ত পয়গম্বরের প্রতি ঈমান আনয়ণ করা অপরিহার্য্য। এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যত হুকুম-আহকাম প্রেরিত হয়েছে তার প্রতি আমল করার জযবা বা আবেগ থাকা উচিৎ এবং আমলে অলসতা দেখা দিলে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। এবং এমন আক্বীদা বা বিশ্বাস থাকা উচিৎ যে, আমাকে সৎ আমল করে আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে যেতে হবে। এবং অহংকার করে বললে চলবে না যে, আল্লাহ্ আমার আমলের বিনিময়ে জান্নাত দিবেনই, যেমন - ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা অহংকারবশতঃ বলতে থাকতো। কারণ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাত পাওয়া যাবে না।

আয়াত নং- ২৮৬ তে বলা হয়েছে - মুমিনদের মনে দুশ্চিন্তা জাগতো এবং তারা ভাবতো, মনের কুচিন্তারও হিসাব-নিকাশ হবে। এই দুঃশ্চিন্তা দূর করে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন, কোন মানুষকে তার ক্ষমতার বাইরে কোন কষ্ট প্রদান করা হয়না। কিন্তু বান্দার সৎ আমল ও অসৎ আমলের বদলা দেওয়া হয়। যখন বান্দা নিজে ভূল ত্রুটির ব্যাপারে সর্বদা ভীত হয়ে পড়ে, তখন সে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এবং এমন কিছু কাজ যা তার প্রতি বোঝা হয়ে যায় তা পালন করতে বলা হয়নি যেমন ভাবে ইহুদীদের কঠিন হুকুম ও পালন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এবং তারাও উক্ত কষ্টদায়ক হুকুমকে মান্য করতো। তা সত্বেও তাদের আমলের মধ্যে ভূল ত্রুটি বা অলস্যতা দেখা দিলে তারা আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হত। এ কারণে তারা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যেত।

সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াতের ফযিলত : রসূল (সাঃ) বলেন যদি কোন ব্যক্তি একরাতে সূরা বাকারর শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে তাহলে এটা তার জন্য যথেষ্ট। (বুখারী-মুসলিম)

দারসে হাদীস

রিয়া থেকে সাবধান

- আবু ফারহান বুখারী

রিয়া - এটি একটি আরবী শব্দ। যার অর্থ লোককে দেখানোর জন্য আমল করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসটি আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, আমি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আমাদের প্রতিপালক মহাপ্রলয় দিবসে স্বীয় পায়ের গোছা (হাঁটুর নীচের অংশ) খুলে দিবেন তখন ঈমানদার নরনারী সবাই তাকে সাজদাহ করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য সাজদা করতো (নামায পড়তো), তারা কেবল অবশিষ্ট থাকবে। তারা যখন সাজদাহ করতে যাবে, তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড কাষ্ঠ ফলকের মত শক্ত হয়ে যাবে। (ফলে তারা সাজদাহ করতে পারবে না) (সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা কলম, হাদীস নং ৪৯১৯)

সম্মানীয় পাঠক !

উল্লেখিত হাদীস থেকে একথা সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, লোক দেখানো নামায পড়ার কারণে কিয়ামতের দিনে বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সামনে সাজদাহ করতে পারবে না। সুতরাং রিয়াকারী নামাজী সাবধান। আরও প্রমান হলো যে, আল্লাহ্ তায়ালার আকার আছে। কারণ, সেদিন তিনি স্বীয় পায়ের গোছা (সাক্ব) বা হাঁটুর নিচের অংশ খুলে দিবেন। তার আকার না থাকলে পায়ের গোছা খোলার কথা এল কোথা থেকে ?! তাহলে যারা বলে আল্লাহ্ নিরাকার, তাদের আক্বীদা ভূলের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূরা কলমের ৪২ নং আয়াতে তার পায়ের গোছা কথাটির উল্লেখ রয়েছে। তবে তার আকৃতিকে আমাদের আকৃতির সাথে সাদৃশ্য দেওয়া চলবে না। কারণ, তিনি বলেন, "তার মত কেউ নেই" (সূরা শুরা, ১১)

উল্লেখিত হাদীসে কেবল লোক দেখানোর নামাযের কথা বলা থাকলেও সব ধরণে ইবাদত যার মধ্যে রিয়া থাকবে সেদিন উহা বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সম্মানীয় পাঠককে এমন রিয়া থেকে সাবধান করার জন্য একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। যাতে তারা সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে গুরুত্বপূর্ণ আমলকারীকে কেবলমাত্র রিয়া থাকার কারণে অপমানিত হয়ে জাহান্নামে জ্বলতে হচ্ছে। আবু হুরাইরহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : মহাপ্রলয় দিবসে প্রথমে একজন শহীদ ব্যক্তিকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে তার সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। অতঃপর তার এসব নিয়ামতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জিজ্ঞেস করবেন: তুমি কী আমল করেছো? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার জন্য তোমার পথে লড়াই করেছি (কাফিরদের বিরুদ্ধে), এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তোমাকে বীরপুরুষ বলবে এজন্য তুমি লড়েছো। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ঐরূপ জিজ্ঞাসা ও আচরণ একজন খ্যাতি অর্জনকারী আলেম ও একজন নাম প্রচারের জন্য সাদকাকারী সম্পদশালী ব্যক্তির সাথে করা হবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৫, সংক্ষেপিত)।

হাদীস হতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেকটা আমলে স্বচ্ছ নিয়্যাত থাকা আবশ্যক যা আল্লাহ্র বানী কর্তৃক ও প্রমানিত যেমন তিনি বলেন : তাদের এছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে (সূরা আল বাইয়্যিনাহ, ৫)

এখন যদি কোন মুমিন কোনো আমল করে আর অন্য লোক তার আমল দেখে তাহলে কী রিয়া হবে ? না, উহা রিয়া হবে না। যদি এক আল্লাহ্র সন্তুষ্ঠি অর্জনের জন্য তার নিয়্যাত স্বচ্ছ থাকে। দলীল : আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে কী বলেন, যে ভালো আমল করে আর লোকে তার প্রশংসা করে ? তিনি (সাঃ) বললেন, এটা মুমিনের দ্রুত শুভ সংবাদ (সহীহ মুসলিম, রিয়াজুস স্বলেহীন, ১৬২১)

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, যে নিয়্যাত ঠিক থাকলে আর লোকে দেখে প্রশংসা করলে আমলকারী ব্যক্তির জন্য আরও ভালো।

ভাই মুসলিম ! আসুন আমার আমাদের আমলকে এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনার্থে করি এবং রিয়া থেকে সাবধানে থাকি।

অবশেষে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা : হে প্রভু আমাকেও সকল মুসলিম ভাইকে খালেস নিয়্যাতে আমল করার তৌফীক প্রদান করুন ও রিয়া থেকে বাঁচান (আমীন)।

মদ পানকারী ও তার শাস্তি

- মিনহাজউদ্দিন বিন আনিকুল ইসলাম

ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন : হে মুমিনগন নিশ্চয় মদ,জুয়া,প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তিরসুল নাপাকি ও শয়তানের কর্ম, সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা-ও বিদ্বেষ সঞ্চয় করতে চায়।আর আল্লাহর স্মরন ওসলাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে চায় অতএব তোমরা কি বিরত হবে না ?(সূরা মায়েদা আয়াত নং- ৯০-৯১)

অত্র আয়াত থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে শয়তান মানুষকে মদ,জুয়া ইত্যাদি খারাপ জিনিসের দ্বারা আল্লাহর ইবাদত, যিকর .ও নামায থেকে বাধাদিতে চায়।অন্য জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরো বলেছেন:

অর্থাৎ-মানুষরা নবী ( ) কে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে মদ জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ ? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন - হে নবী (সাঃ) আপনি বলে দিন যে এই দুটি জিনিসেই বড় পাপ আছে যদিও এই দুটি জিনিস হয়তো লোকেদের জন্য কিছুটা উপকার আছে কিন্তু উভয় কাজের পাপ উপকারিতা হয়তো অনেক ক্ষতি আছে।

অত্র আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মদ এমন একটা জিনিস যা পান করলে দুনিয়াবী কিছু উপকার আছে কিন্তু তাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী আছে ও মহাবড় পাপ আছে কারন মদ পান করে যদি নামাযে যাই তাহলে নামায হবে না কারন মদ পানকরলে মানুষের মধ্যে একটা নেশা চলে আসে আর নেশার কারনে নামাযে কি বলছে বুঝতে পারেনা আর বুঝতে না পারলে নামায হবে না অত এব মদ হারাম ।

এবার আসুন যে মদ পান করলে তার কী শাস্তি ঃ-

মুআবিয়াহ (রাঃ)হতে বর্নিত তিনি নবী (ﷺ)হতে বর্ণিনা করেন যে নবী (ﷺ) মদ পান কারী সম্বন্ধে বলেছেন যখন সে তা পান করবে তাকে বেত্রাঘাত করো, তারপর দ্বিতয় বার পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো ,তারপর তৃতীয় বার পান করলে ও বেত্রাঘাত করো তার পর চতুর্থ বার মদ পান করলে তার গর্দান উড়িয়ে দিও ।অর্থাৎ-হত্যা করো। (আহমাদ -১৬২৬৫-)

কিন্তু বর্তমান যুগে মদ কে লাইসেন্স দিয়ে হালাল করছে এবং তা মানুষ পান করছে আর লাইসেন্স দিয়ে হালাল এই জন্য করছে যে তাদের কাছ থেকে সরকার টাকা পাচ্ছে আর কিয়ামতের একটা আলামত হচ্ছে যে মানুষ মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করতে থাকবে। আর হাদীসের মধ্যে আরো এসেছে যে -

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত করেছেন যে প্রত্যেক নিশা দায়ক বস্তু হল মদ আর প্রত্যেক নিশাদায়ক জিনিস হারাম ।(মুসলিম -২০০৩,তিরমিযী-১৮৬১)আর বলেছেন যে-

জাবের (রাঃ) বলেন নবী (ﷺ) বলেছেন যে বস্তু অধিক পরিমান ব্যাবহারে নেশাগ্রস্ত করে ঐ বস্তু অল্প ব্যাবহারেও হারাম ।(আহমাদ -১৪১৭৬)

এবং এ হাদীসটি হাসান-তাওযীহুল আহকাম ৬ পৃষ্টা/৩০৭পৃষ্টা)

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

আল্লাহ্ বলেন : আর যারা সোনা-রুপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সে দিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর, জমা করে রাখার (সূরা তাওবাহ, ৩৪,৩৫)

কুরআনে করীমের গুরুত্ব

- আব্দুল আলীম বিন ইউনুস সেখ

ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

মহান আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের নিকট পথ নির্দেশিকা এসেছে ,আমরা তা উপেক্ষা করেছি।মহান আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের কাছে একটা গাইড বুক এসেছে ,মহান আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের কাছে একটা পবিত্র কুরআন এসেছে। আমরা তা থেকে বিমুখ রয়েছি। তা ছেড়ে আন্য কিতাবের কদর করি ,যেটা আসল কিতাব সেটা শিক্ষা করি না, এবং তার উপর আমল করি না এবং তার মান সম্মান ও কদর করি না ।আমাদের কাছে যত কিতাব আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কিতাব হল আল-কুরআন ।আর এই কুরআন হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুজিযা, যত মুজেযা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে তার মধ্যে, এর অলৌকিকতা এই যে, এর মত বানি পৃথিবীর কোন মানুষ কোন সাহিত্যিক রচনা করতে পারেনি ।আর জীবনেও তা পারবেও না। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তিনি বলেন -

অর্থাৎ-"বল 'যদি এই কুরআনের অনুরুপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিনে যদি সমবেত হয়,ওতারা পরস্পরকে সাহায্য করে ,তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না"(সূরা বানি ইসরাইল ,৮৮ আয়াত)

আল্লাহ তায়ালা অনেক জায়গাই এই চ্যালেঞ্জ ও করেছে যে আমি যে কুরআন আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ন করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোন জায়গায় সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা এই অনুরূপ একটা সূরা তৈরি করে দেখাও যদি তোমরা সত্য বাদি হও, যদি একটা সুরা না পারো তাহলে একটা আয়াত তৈরি করে দেখাও তাও তারা পারেনি। আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ পারেনি আর তারা কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না ।

এই কুরআন 'লাওহে মাহফুয'এ ছিল, সেই কুরআন যা শেষ নবী (ﷺ) এর উপর ২৩ বছরে কিছু কিছু করে অবতীর্ন হয়েছে।

এই কুরআন ৩০ পারা।৪০,৬০,পারা কুরআন নয়। আর কুরআনের তাফসির কুরআন নয়। এই ৩০ পারা ছাড়া আর কোনো গুপ্ত কুরআন নেই। আর যারা বলে ৪০ পারা আছে ৬০ পারা আছে তাদের একে বারে ভুল কথা এবং তারা মিথ্যা বলছে।

রসূল (ﷺ) যখন তার উম্মত কে এই কুরআনের দাওয়াত দিতে লাগলো তখন অনেক লোক তার দাওয়াত কে মিথ্যা মনে করলো তখন রসূল (সঃ) আল্লাহর কাছে অভিযোগ করলেন ।রসূল (ﷺ) এর এই অভিযোগের কথা মহান আল্লাহ আল-কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন।

অর্থাৎ- রসূল (ﷺ) বললেন 'হে আমার প্রতিপালক !আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআন কে পরিত্যাজ্য মনে করেছে' (সূরা ফুরকান, ৩০আয়াত)

মুশরিকরা, কাফেররা, বেইমানরা, মুনাফিকরা যখন কুরআনের কোনো আওয়াজ শুনতে পেতো মুসলমানরা যখন কুরআন তেলাওয়াত করতো সেই সময় এরা খুবই হৈ-হল্লা করত, যাতে কুরআন না শোনা যায়, এটাও এক ধরনের কুরআন পরিত্যাগ করার নামান্তর। কুরআনের প্রতি ঈমান না আনা তা শিক্ষা না করা, এবং কুরআনকে বর্জন করার নামান্তর।

কিন্তু আমাদের অনেকে কুরআনের তা'যীম করে, এ কুরআন ধরে চুমুখায় সুন্দর কাপড়ে জড়িয়ে সুন্দর বাক্সে ভরে উচুঁ তাকে তুলে রাখা হয়। কুরআনের তাবীয ব্যাবহার করে । মরা মানুষের কাছে ও তার নামে কুরআন খানী করে । অথচ কুরআন অবতীর্ন হয়েছে জীবিত মানুষের জন্য, মৃতুর জন্য নয়।

একুরআন মানুষকে পথের দিশারী দেয়,অন্ধ কারে আলো দেয়, শোকে সান্তনা দেয়, এই কুরআনের ভিতরে সব কিছুই আছে ।ঝড় তুফানের মাঝে যে ব্যাক্তি উদ্ধার কাজের রকর্মীদের ছুড়ে দেওয়ার রাশি ধরতে পারবে, সে বন্যায় ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে আল-কুরআন আল্লাহর রশি, যে তা মজবুত ভাবে ধারণ করবে, সে পথভ্রষ্ট ও ধংস হবে না, মহান আল্লাহ বলেন ।

অর্থাৎ- তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে মজবুত ভাবে ধর পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না।

এ কুরআনে রয়েছে মানুষের কল্যানের জন্য সব কিছুর বর্ণনা ।এতে রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার নীতি, স্ত্রীর বিছানা থেকে রাজদরবার পর্যন্ত সকল আদেশের বায়ান।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

অর্থাৎ-আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ন করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পন কারী (মুসলিম) দের জন্য পথনির্দেশ,কারুনা ও সুসংবাদ স্বরূপ (সূরা নাহাল,৮৯ আয়াত)

এ কুরআন মানুষের আমূল পরিবর্তন আনে । জ্ঞানীদের মনে বিপ্লব আনে। উমারের মনে যে পরিবর্তন এসেছিল তা ভেবে দেখুন ।সাহাবাদের মনে কি বিপ্লব এসেছিল তা ভেবে দেখুন ,তা চিন্তা করে দেখুন।

পৃথিবীতে যতো কিতাব আছে সব কিতাবে কিছু না কিছু ভুল আছে বা কুরআনের মতো গেরান্টি অন্য কনো কিতাবে দেই নি,এ এক এমন কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্ধেহ নেই ।মহান আল্লাহ বলেন।

অর্থাৎ- এ গ্রন্থ (কুরআন) এতে কোনো সন্দেহ নেই ,সাবধানীদের জন্য এ গ্রন্থ পথ নির্দেশক।(সূরা-বাকারাহ ২)

ব্রাদারানে ইসলাম, এ কুরআন তেলাঅত করুন এর অর্থ জানার চেষ্টা করুন ।এর অর্থ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষনা করুন ।কুরআন অবতীর্ন হয়েছে আপনার জন্য । আপনার জীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য। এ কুরআনের উপদেশ গ্রহন করুন। আল্লাহ আপনাকে ইহকাল ও পরকালে কল্যান দান করবেন।

যখন কোন জন -গোষ্ঠী আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর এই কিতাব তেলাঅত করে ও আপসে পরামর্শ করে (অধ্যয়ন)করে, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ন হয়, করুনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে, ফিরিশ্তামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়।আর আল্লাহ তার নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা উল্লেখ করে থাকেন (মুসলিম ২৬৯৯ নং)

এ কুরআন যে শিখে ও অপর কে শিক্ষা দেয় সেই হল সব থেকে শ্রেষ্ট ব্যাক্তি, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যাক্তি সর্বশ্রেষ্ট যে কুরআন শিখেছে এবং অপরকে শিখিয়েছে (বুখারী -৫০২৭ নং)

হে রহমানুর রহীম তুমি আমাদের সকলকে কুরআনের শিক্ষা দান করুন,এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়ার দান করুন এবং তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন আমীন।

ঐক্যতান

- মাওলানা আব্দুল মালেক রেযাউল্লাহ

শতধা বিভক্ত মানুষের
শিক্ষা দাও গো কুরআন-হাদীসের
দিশাহারা মানুষকে দিশা দিতে
আহ্বান করো গো সহীহ্ হাদীসের
বাঁচাও অনৈক্য মুসলিম উম্মাহ্কে !
ফিরকাবন্দীর অন্ধ বেড়াজাল থেকে
তারা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ফেলে রাখলো
আর খুঁজে বেড়ায় কোন্ ইমাম কি বল্লো
হায়রে মুসলিম হুঁশ করোনা !
নবী ছাড়া আর কারও কথা ইসলামে চলে না

কারণ ! মা-আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু
অমা নাহা আনহু ফান্ তাহু
রাসূল (সাঃ) যা আদেশ করেন তা মেনে চলো
আর যা নিষেধ করেন তা ছেড়ে চলো।

যুলুম হারাম

হাদীসে ক্বুদসীতে আল্লাহ্ তায়াল বলেন - হে আমার বন্দারা আমি আমার নিজের জন্য যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও সেটিকে হারাম গণ্য করছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে যুলুম করো না। (মুসলিম, ২৫৭৭)

কুরআন কী ?

-আবু হানিফা

ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

পবিত্র কুরআন হল সেই গ্রন্থ যা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার রচিত বিশ্ব মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক ।যা অবতীর্ন হয়েছে হয়রত জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর ।

আমরা মুসলমানরা বলি কুরআন হল এক মহান গ্রন্থ তাই প্রত্যেকে সম্মানের সাথে মর্যাদা দিই মাত্র ।কিন্তু আসল কথা এটা নয় ,কুরআন মহান বলা আমাদের মুখে তখন মানাবে যখন তাকে মহান রুপে গ্রহন করবো এই কুরআন যা আদেশ করে সেই অনুযায়ী কাজ করবে ।আর তা না করলে ব্যাপারটা এমন হবে আপনি রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তর আপনাকে প্রেসক্রিপশন দিলেন আর বললেন এতে লেখা আছে কিছু ঔষাধের নাম এগুলো খেলে আপনার রোগ নিরাময় হবে ।এখন আপনি সেটাকে যত্ন সহকারে গুছিয়ে আলমারিতে রেখে দিলেন আর প্রত্যাহ সকালে খুলে দেখলেন আর গুছিয়ে রাখলেন এতে কি আপনার রোগ নিরাময় হবে। না কারন আপনি কাজ করছেন না সেই ভেবে যেমনটা বলেছেন ডাক্তার বাবু।

আসুন দেখি কুরআন আসলে কি বলে ঃ-

সূরা বাকারা ২ নং -৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেমন

এটা সেই গ্রন্থ যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই কুরআন কুরআন তাদের জন্য একটা পথ প্রদর্শক যারা আল্লাহকে ভয় করে এই জন্য পথ প্রদর্শক যারা আল্লাহকে ভয় করে ।

সূরা আন কাবুত ২৯ নং সূরাহ,৫১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা বলেছেন -

অর্থ- এতে দয়া ও উপদেশ রয়েছে সেই সমস্ত লোকের জন্য যারা ঈমান আনে।

নিশ্চয় কুরআন জগৎ সমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ন হয়েছে এবং জিবরাঈল (আঃ) এ নিয়ে অবতরন করেছেন যাতে তুমি সতর্ক হতে পারো ,(সূরাহ শুআরা -২৬ ১৯২-৯৩)

পবিত্র কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ গ্রন্থ বিশেষ করে তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহন করে।কিন্তু আমরা বলি কুরআনে হাত দিয়োনা এতে অনেক কঠিন কথা আছে ,হ্যাঁ কঠিন তবে সেটা শয়তানের জন্য।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআন মাজীদে ৫৪নং সূরা,সূরা কমার ৩২ নং আয়াতে বলেন -

অর্থ- আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহনের জন্য ;অতএব উপদেশ গ্রহনকারী কেউ আছো কি?

আজ আমাদের দেশের এক প্রকার শয়তান ও শয়তানের চেলাচামটারা উঠে পড়ে লেগেছে এই কুরআন কে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ।আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের উত্তরে বলেন সুরা সাফ্ফ -৬১,৮ নং আয়াত ।

অর্থ- তারা আল্লাহর নুর (শরিয়াত)কে তাদের মুখ দিয়ে মিটিয়ে দিতে চায় ।কিন্তু আমি আমার নূরকে পূর্নরূপে প্রকাশ করী যদীও কাফিররা অপছন্দ করে ।আর বলেন সুরা হিজর ৯আয়াত-

অর্থ-আমি কুরআন অবতীর্ন করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষনকারী যতই কাফেররা মেটাতে চাই না কেন ।

আজ আমরা অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্বেও আমরা মুশরিক ।মুসা (আঃ) এর উদাহারন দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন ,যেমন আপনি একটি মালিকের অধিনে থাকেন আর আপনার মালিক আপনাকে ১ বস্তা জমির সার দিয়ে বললো যাও এই সারটা আমার জমিতে ছড়িয়ে দিবে ,আর যদি আপনি সেই সারটি অন্যের জমিতে ছড়িয়ে ছেন ,তাহলে আপনি বলুন আপনার মালিক আপনাকে কি করবেন ।ঠিক অনুরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামিন আর আমরা যদি সেই জীবন বিধানকে জীবনে বাস্তবায়িত না করি তাহলে মরার পরে আমাদেরকে কী করবে বলুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা সকলেই মিলে

আমার রজ্জুকে শক্ত করে ধরো একে অপরে বিচ্ছেদ হয়ো না।পৃথিবীর এমন কোনো কেতাব নেই যে তাতেই ভূল নেই ,কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন একটি ধর্মগ্রন্থ যে তাতে কোনো রকম ভূল ত্রুটি নেই,তার প্রমান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ।

অর্থ-এটা ঐ কেতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন (তিরমিজি হাদীস নং ২৯১০)

যে ব্যাক্তি কুরআন মাজীদের একটি মাত্র হরফ পাঠ করবে সে দশটি নেকী লাভ করবে।

এটা ঐ গ্রন্থ যেটা আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের প্রতি রহমত শরুপ পাঠিয়েছে ,এটা এই গ্রন্থ যে তুমি এমন কোন বিষয় নেই যে তুমি পাবে না,(সুরা নাহল,৭৫ আয়াত)আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন এই কুরআন কে তোমরা সন্দেহ পোষন করছো।যদী এই কুরআনের মধ্যে তোমাদের সন্ধহের অবকাশ থাকে তাহলে যে কুরআন আমার বান্দা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি অবতীর্ন করেছি তবে তোমরা এর মত একটি সুরা তৈরী করে নিয়ে এসো। আর আমার ছড়া তোমরা যে কোন সাহায্যকারী ডেকে নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।(সুরা বাকারা ,২৩ নং আয়াত)

এই আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল দুনিয়াতে যত চেষ্টা করুক না কেন কুরআন কে মিটাতে পারবে না।কুরআন অশান্তির পথ নয়। কুরআন কেবল মানুষের শান্তির জন্য ।সেই কথাটা আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন ।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষকে কুরআন মাজীদ পড়ার অনুমতি আছে ।কারও জন্য বাধা নেই পবিত্র কুরআনে কি আছে আপনি পড়ুন অপর কে পড়ান আলোর পথ দেখতে পাবেন । মহানবী (ﷺ) বলেন- তোমাদের মধ্যে সার্বোত্তম ব্যাক্তি সেই যে কুরআন শিক্ষাকরে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।(বুখারী, হাদীস নং ৫০২৭)

পবিত্র কুরআন হল এক সম্পূন্ন জীবন ব্যাবস্থা ।অতএব পরিশেষে দুয়া করি, আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে কুরআন পড়ার ও তার উপর আমল করার তৌফিক দিন।(আমিন)

ইসলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার

-আনিসুর রহমান বিন আতিউল্লাহ সেখ

ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

ইসলাম হচ্ছে একধারে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম এবং অপর দিকে শান্তির ধর্ম তাই ইসলাম নারিকে পূর্ন মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে ।শিশু থেকে আমৃত্য প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের দিয়েছে ইসলাম পূর্ন মর্যাদা ও অধিকার।

অন্ধকারের যুগে নারীর যখন নারীত্বকে হারিয়ে ফেলেছিল। নারী যখন অবমাননার অতল তলে গিয়েছিল তখন ইসলাম নারীকে পূর্ন মর্যাদা দান করেছে ।মহান আল্লাহ বলেন ঃ-

অর্থাৎ- হে নবী (সাঃ) তুমি বিশ্বের বিশ্বাসী নারীদেরকে বল তারা যেন তাদের দৃষ্টি কে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান কে রক্ষা করে ,তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে ,তাদের সতীত্ব রক্ষানে ইহাই উত্তম ব্যাবস্থা (সুরা-নুর,৩১) অন্যত্রে আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে পরিস্কার ভাবে ঘোষনা করেছেন ।

অর্থাৎ- হে নবী (সাঃ) তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে তোমার কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের সমস্ত নারীদেরকে বলো তারা যেন নিজের শরীরের উপর একটা অবরন ব্যবহার করে (সুরা-আহযাব-৬৯) তাদের ভদ্রতার এটাই উত্তম পরিচায়।

সুতারং উক্ত আয়াত দুটি থেকে বুঝা যায় যে ইসলাম নারীকে দিয়েছে পূর্ন মর্যাদা ।

কিন্তু বর্তমান ইসলাম বিরোধিরা ইসলামকে কলঙ্কিত করার জন্য বলে থাকে ইসলাম নারীর অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে ,তাদের পর্দার প্রথা মানতে বাধ্য করে এক নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে এরা নারীর ব্যাক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণ করেছে ।

আসুন একটু পর্যালোচনা করি ,ইসলাম কি সত্যিই নারীর মর্যাদা ও অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। না নারীকে দিয়েছে সুমহান মর্যাদা ও অধিকার । শুধু তাই নয় নারীর

মর্যাদা সম্পর্কে নবী (সাঃ) আরো বলেছেন।

অর্থাৎ- পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস হচ্ছে সম্পদ স্বরুপ এবং পৃথীবীর উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্র স্ত্রী।(মিশকাত -২৬৭ ,মুসলিম -৪৭৫ পৃঃ)অতএব ভাই আমরা পুঁজিবাদি এই সম্পদের পিছনে ছুটে বেড়ায়কেন ? সম্পদ কতই না মুল্যবান তার কদর কে না করে ।কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ আজ নারীকে ভোগ্য পান্যে পরিনত করছে ।তাই আমরা খবরের পাতায় পাতায় টি.ভি.তে ও সিরিয়ালে দেখি নারীর অর্ধনগ্ন ছবি।এভাবেই কি নারীকে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করার পদ্ধতি?না কখনই না বরং ঐ সমস্ত নারীদের যারা নিজেকে পন্যে পরিনত করছে ইসলাম তাদের ঘৃনা করে।

মহানবী (সাঃ)বলেন এমন স্ত্রীলোক যার কাপড় পরিহিতা হবে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উলঙ্গ হবে এবং অপরকে আকর্ষন কারীনী হবে ।তাদের মাথা গুলো হবে বুখতি নামক উটনির ঝুকে যওয়ার চুড়ার মত হবে ।তার জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না ।অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক দুর থেকে পাওয়া যায় ।(মুসলিম,২য় খন্ড ,২০৫পৃঃ)

অতএব পর্দা নারীর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেনি বরং নারীকে দিয়েছে সুমহান মর্যাদা।আজ যারা নারীও পুরুষের অধিকারের আওয়াজ তুলছে তাদেরকে এবং আমাদের নবী (সাঃ) সামনে রাখুন তাহলে ফুটে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের সৃষ্টি কারা মহানবীর (সাঃ) এক গৌরবময় ঐতিহ্য ।

আজ নারীর অধিকার নারীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নারী আন্দোলনের নেতারা নরীদেরকে উলঙ্গ করে পথে ঘাটে নামাতে সক্ষম হচ্ছে । সভা সমিতিতে টেবিলে ফুলের ন্যায় সাজিয়ে রাখছে মিছিল করে পথে ঘাটে পরিক্রমা করাচ্ছে নারীর পূর্ন মর্যাদা রক্ষা করার জন্য নাইট ক্লাব খেলা হচ্ছে ।কিন্তু কৈ নারীতো তার অধিকার ফিরিয়ে পেলনা ,বরং দিন দিন শালিনতা ভঙ্গ হচ্ছে এবং তাদেরকে বুদ্ধিজীবিরা ঘৃণার চোখে দেখে।

আজ যারা নারীর মর্যাদার জন্য নারীর অধিকারের জন্য চিৎকার করে তাদের ঘরে যদি মেয়ে সন্তান জন্ম নেয় তাহলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায় ।আবার কেউ জন্মের আগেই ভ্রূণ হত্যা করে ।কিন্তু বিশ্বনবী (সাঃ) নারীদের মর্যাদা ও অধিকারকে বাহাল রাখার জন্য কন্যা সন্তান জন্মদাতাদের সুসংবাদ দিয়েছেন,যে ব্যাক্তির তিনটি কন্যা আছে অথবা দুটি কন্যা আছে এবং তাদেরকে সুন্দর ভাবে লালন পালন করে এবং তাদের লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়ার পর যৌবন অবস্থায় বিবাহ দিল এবং আল্লাহর ভয়ে তাদের সঙ্গে কোন রকম অসৎ ব্যবহার করল না, মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ।ভাই সকল চিন্তা করুন ইসলাম নারী জাতিদের বেঁচে থাকার জন্য পৃথীবিতে এক সুমহান মর্যাদাও অধিকার দিয়েছে ।

আজ ইসলাম বিরোধীরা বেশি বেশি সন্তান জন্ম দেওয়া রমনীকে ঘৃনার চোখে দেখে, সেই জন্য মনে হয় ভারতে প্রতিদিন তিন হাজার ভ্রন নষ্ট করা হচ্ছে । অপর পক্ষে ইসলাম বেশি বেশি সন্তান জন্ম দেওয়া রমনীকে বিয়ে করার জোরালো নির্দেশ দিয়েছে । যেমন রসূল (সাঃ) বলেন তোমরা বেশি বেশি সন্তান দেওয়া রমনীকে বিবাহ কর ।(মিশকাত ২৬৭) সুবহানাল্লাহ কি সুন্দর নারীর মর্যাদা যা ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মে নেই। অন্যত্রে নারীর অধিকার প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন ।

অর্থাৎ-স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পতির যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পতির আট ভাগের এক ভাগ ।(সুরা নীসা - আয়াত নং ১২) সুবহানাল্লাহ কি চমৎকার অধিকার- যা শুধু মাত্র ইসলামই দিয়েছে। ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মে এই অধিকার নেই ।ইসলাম নরনারীকে ইবাদত এর প্রতিদানে সমান অধিকার দিয়েছে কোন পার্থক্য করেনি যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ-"মুমিন নর অথবা নারী যে সৎ কর্ম করবে তাদের আমি সুন্দর জীবন দান করব এবং উত্তম প্রতিদান দিবো তার পরিবর্তে যা তারা আমল করেছিল ।(সুরা নাহাল,আয়াত ৯৭)মোট কথা ইসলাম মেয়েদের বেশি বেশি জন্ম লালন -পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, বিয়ে, খাওয়া পরা, আদর আপ্যায়ন, প্রতিটি ক্ষেত্রে দিয়েছে যথার্থ মর্যাদা ওঅধিকার।

অতএব হে আল্লাহ আমাদের মেয়েদের মর্যাদা ও অধিকার কে অক্ষুন্ন রাখার তৌফিক দিন। (আমিন)

আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা

- আব্দুল আজীজ মহালদার

ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

দাওয়াত একটি বহন পরিচিত আরবী শব্দ আভিধানিক অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, আমন্ত্রন জানানো, আবেদন, নিমন্ত্রন, প্রচার করা ইত্যাদি। ইহকালীন শান্তি ও পর কালীন মুক্তির একমাত্র জীবন বিধান অল ইসলামের দিকে আহ্বান করাকে দাওয়াত বলে। আজকে গোটা মানব জাতি আপন ন্যায্য অধিকার থেকে পদে পদে বঞ্চিত। অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে তারা জর্জরিত। তাদেরকে আলোর পথে আনার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা হল দাওয়াত। যুগ যুগ আল্লাহর মননীত নবী ও রাসূলরা মানব মন্ডলীকে নিশ্চিত দাওয়াত দিয়েছিলেন এমনকি সর্বকালের সর্বসেরা মহামানব রাসূলে আকরাম (ﷺ) এই বিপ্লবী দাওয়াতের মাধ্যমেই নিষ্ঠুর আরব দেরকে সত্য সুন্দর ও আলোর দিকে এনে ছিলেন। দাওয়াত দান কারী পৃথিবীতে সর্বোত্তম ব্যাক্তি এক জন দাওয়াত দানকারী মহাপরাক্রম শালী আল্লাহর কাছে তাঁর সর্বোত্তম বান্দা বলে পরিচিত লাভ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন।

অর্থাৎ-ওই ব্যাক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা অধিক উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে নিজে সৎ কাজ করে এবং ঘষোনা করেযে আমি মুসলমান (হামীম সাজদা ৩৩) রসূলে আকরাম (ﷺ) বলেন আল্লাহ ওই ব্যাক্তির মুখ উজ্জল করুন ,যে আমার কোম ও হাদীস যে ভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরের কাছে পৌছে দিয়েছে।কেননা অনেক সময় যাঁকে পৌছানো হয় সে ব্যাক্তি সরা সরি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষনা বেক্ষন কারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে ।(তিরমিযি,ইবনে মাজাহ)

ইসলামে দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরীসীম ।সকল নবী ও রাসূলের প্রথম এবং প্রধান কাজই ছিল পথ হারা পথ ভোলা ধংসের পাহাড়ে দন্ডায়মান মনুষ গুলোকে দাওয়াত দিয়ে হকের মাধ্যমে আল্লাহ মুখীকরে তোলা ।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিভিন্ন নবীকে তাঁদের জাতির উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে ।

আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর।তিনি ব্যতীত তোমাদের তোন উপাস্য নেই ।আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি । (আরাফ, ৫৯ নং আয়াত)

আদ জাতি সম্প্রদায়ের আল্লাহ বলেন, অর্থ- আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরন করেছি তাদের ভাই হুদকে সে বলল হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই।

সামুদ সম্প্রদার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরন করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।(আরাফ ৭৩) উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা পরিস্কার বুঝলাম যে সমস্ত নবী রসুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর গোলামীর দাওয়াত দিয়েছেন। কোন নবী বলেননি যে হে আমার জাতি তোমরা আমার ইবাদত কর ।সমস্ত নবী রাসূল বলেছেন তোমরা আল্লাহর গোলানী কর তাঁর অনুগত্য কর। তাঁর দাসত্ব করা।তাঁর দাসত্ব করা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন। আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি তারা বলেছেন তোমরা আল্লাহর গোলামী কর আল্লাহর দাসত্ব কর ।আর তাগুতকে বর্জন কর। (নাহাল আয়াত নং ৩৬)তাগুত বলা হয় সে শক্তিকে যে শক্তি শুধু নিজেই আল্লাহর আইন অমান্য করে না অন্য দের কেও আল্লাহর আইন অমান্য করতে বাধ্য করে আল্লাহ পাকের সমস্ত নবী বলেছেন। এক আল্লাহর গোলামি করা আর তাগুত কে বর্জন করা আল্লাহ ব্যাতিত যাকে ইবাদাত করা হয় তাকেই তাগুত বলা হয় ।দাওয়াত দিতে গিয়ে সমস্ত নবী বলেছেন (ياقومى!) হে আমার জাতি! কিন্তু যখন আমাদের নবী (সাঃ) এই দাওয়াত দিলেন তখন তিনি (ياقومى!) বলেননি। কারন তিনি তো কোন আঞ্চলিক নবী নয় কোন ভাষা ভিত্তিক নবী নয় কোন এলাকা ভিত্তিক নবী নয় ।তিনি

হলেন বিশ্বনবী (ﷺ)। আল্লাহ বলেন "হে নবী (ﷺ) আপনি বলুন হে মানব সকল আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সকলের জন্য রাসূল হয়ে এসেছি। যেহেতু তিনি বিশ্বনবী ,সেহেতু তার মুখ থেকে আল্লাহ পাক (! ياقومى)বের করেননি। আল্লাহ পাক তার মুখ থেকে ইবাদাতের দাওয়াত এভাবে পেশ করলেন। আল্লাহ পাক বলেন হে মানব সকল ইবাদাত কর সে রবের যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। (সুরা বাকারা ২১ আয়াত)

রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন ঃ- আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা মানুষের নিকটে পৌছে দাও (বুখারী,মিশকাত ৩২ কিতাবুল ইলম)

দাওয়াত সমাজ কে সুন্দর ভাবে ঢেলে সাজানর মাধ্যম। দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার জোর-জুলুম, মিথ্যা, অজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, লঙ্গন করতে পারিনা কোনো কিছুর বিনিময়েও না।

সর্ব শেষে আল্লাহর কাছে দুআ করি যে ,সঠিক ভাবে সহীহ হাদীস ও কুরআন মুতাবেক তাবলীগ করতে পারি আল্লাহ যেন সেই তৌফিক দান করেন ।(আমীন)

শির্ক থেকে বাঁচুন

মহান আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে সে যেন ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করল। (সূরা নিসা, ৪৮)

মহান আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরা মায়েদাহ, ৭২)

দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা

- আব্দুল্লাহ বিন আলী হুসাইন

ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

শিক্ষা যার ইংরাজী অর্থ Education এই Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ যা Educore থেকে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ to draw out বা বাহির করা কোন কৌশল আয়ত্ব করা বা তথ্য সংগ্রহ করা ।যা দ্বারা আচরনের পরিবর্তন হয় তাকে শিক্ষা বা Education বলে।

শিক্ষাই হচ্ছে মানব জাতির মেরুদন্ড ও অমূল্য সম্পদ এবং প্রদীপ স্বরুপ, শিক্ষা মানব জাতিকে পূর্ণতা দান করে ।যার দ্বারা মানব জাতি পৃথিবীর বুকে ন্যায় অন্যায় ও ভালো -মন্দের বিচার করে, মহান আল্লাহ তায়ালা, মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর ইলম বা শিক্ষা দান করলেন এবং সেই শিক্ষায় হল ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা লাভের মূল পুঁজি। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর সর্ব প্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন সেটা ছিল শিক্ষা বিষয়ক ।সেটা হচ্ছে এই

(1) Read in the name of your lord who created. (2) He created man from clot of congealed blood (3) Read and your lord is most Honorable.(4) Who tought (to write) with pen .(5) Tought man which he did not knew.

অর্থ- হে নবী !আপনি পাঠ করুন আপনার পালন কর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে ।পাঠ করুন আপনার পালন কর্তা মহান দয়ালু যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না । (সুরা নং ৯৬ সুরা আলাক, ১-৫ আয়াত)

অন্যত্রে আল্লাহ বলেন, হে নবী! আপনি বলুন যারা জানে এবং যারা জানেনা, তারা কি সমান হতে পারে? (সুরা যুমার সুরা নং ৩৯ আয়াত নং ৯) এই আয়ত থেকে আমরা পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারলাম যে, অজ্ঞ এবং বিজ্ঞ কোন দিনই সমান হতে পারে না ।যেমন

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেন ,

অর্থ- দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়, সমান নয় অন্ধকার ও আলো ,সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ । আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ শ্রবন করান যাকে ইচ্ছা ।আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নয় ।(সুরা ফাতির সুরা নং ৩৫ আয়ত নং ১৯-২২) শিক্ষা সমন্ধে রসূল (ﷺ) বলেন ,

অর্থ- হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ,রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ ,(ইবনে মাজহ হাঃনঃ ২২৪,বাইহাক্বী হাঃনাঃ ১৫৪৩)

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ !যদিও হাদীসটির সানাদ দুর্বল কিন্তু মাতানটি সহীহ । অতএব হাদীসটির উপর আমল করা যাবে ,কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরা মুহাম্মাদের ১৯ নম্বর আয়াতে এই কথা টাই উল্লেখ করেছেন যে ,

সুতরাং জেনে রাখো নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই ।অতএব উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝতো পারলাম যে প্রত্যেক নর ওনারীর উপর শিক্ষা অর্জন করা অপরিহার্য্য।

কিন্তু সমাজের এক শ্রেনীর মানুষ মনে করে থাকেন যে ,নারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করলে ধর্মে ও কর্মে অবহেলা করবে ,আজ কাল মুসলিম সমাজে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে ।তার একমাত্র কারন হল উপযুক্ত শিক্ষার অভাব । ইসলামে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার তাই শিক্ষা সম্পর্কে ইমাম শাফি (রাহেমাহুল্লাহ)বলেন ।

(আযহারুল আরাব পৃঃ ১২)

অর্থ-উত্তম ও সুন্দর পোষাক পরিধান করার নাম সৌন্দর্য্য নয়,বিদ্যা ও আদব কায়দার সৌন্দর্য্য হল প্রকৃত সৌন্দ র্য্য, পিতৃ হারা বালক প্রকৃত অনাথ নয় বরং বিদ্যা ও আদব কায়দা হারা ব্যাক্তিই ,প্রকৃত অনাথ যদি বিনা পরিশ্রমে শিক্ষা অর্জন করা সম্ভাব হত তাহলে পৃথিবির বুকে কেউই মুর্খ থাকত না ।

শিক্ষা দুই প্রকার -ঃ১) দ্বীনী শিক্ষা ,২) দুনিয়াবী শিক্ষা,

১)দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ঃ- যদি দ্বীনী শিক্ষা না থাকতো তাহলে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যেত ও মানুষ পথ ভ্রষ্ট হয়ে দুনিয়াতে ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে যেত ।তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্ব প্রথম হযরত আদম (আঃ) কে শিক্ষার মাধ্যমে প্রচুর পরিমানে ইজ্জত ও সম্মান দান করে ছিলেন ।আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে ইলম বা বিদ্যা হতে আর কনো বড়জিনিস নাই ।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ ঃ-

এ ভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী ও রসূলদের কে নিজ খাস ইলম দান করেছেন ,আর এই নবী ও রসূলদের ইলম থেকেই সারা জগৎ উজ্জল হয়ে উঠেছে।তাই ধর্মহীন শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবি কাজি নজরুল ইসলাম বলেন।

অর্থ- ধর্মহীন শিক্ষা মানুষ কে অজ্ঞ করে তুলে এবং পুশুত্বের দ্বারে পৌছে দেয় ।বর্তমানে মুসলিম সমাজ দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজন কোন ভাবেই অস্বিকার করতে পারে না ।

২) দুনিয়াবী শিক্ষার গুরুত্ব ঃ- দ্বীনী শিক্ষার সাথে সাথে দুনিয়াবী শিক্ষাও আমাদেরকে শিখতে হবে তাহলে আমরা পুর্নাঙ্গ মানুষ হতে পারব । প্রত্যেক ভাষার শরীয়তে খুব গুরুত্ব রয়েছে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন ।

(সুরা ইব্রাহিম ,সুরা নং ১৪,আয়াত নং ৪)

অর্থ - আমি প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে তাদের কওমের ভাষা দিয়েই প্রেরন করেছি বর্নিত আয়াতে কওমের ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে ।

পাঠক বৃন্দঃ- তাহলে এখান থেকে আমরা দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষার গুরুত্বকে বুঝতে পারলাম ,মাননীয় মুসলিম সমাজ তাহলে আমাদের প্রতিটি মুসলিম মাতা ও পিতার এই মর্মে প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে, আমরা একটিও ছেলে মেয়েকে অশিক্ষিত ও মুর্খ করে রাখব না, আমরা স্বরণ রাখবো সর্ব আবস্থায় ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা দান করা ফরজ ।

এবার আমাদের আন্তর্জাতিক ভাষা গুলি শিখতে হবে ।আন্তর্জাতিক ভাষা গুলি হল যেমন ,ইংরাজি ,ফারসি ,হিন্দি ইত্যাদি ,দুনিয়াতে বসবাস

করতে হলে আন্তর্জাতিক ভাষাগুলি জানা খুবিই প্রয়োজন নইলে ,আলেম সম্প্রদায় জীবন যুদ্ধে পিছিয়ে যাবে।আল্লাহ পাক ইহকাল ও পরকাল উভয় বিধ জীবনের উন্নতি.সাফল্য কামনা করতে বলেছেন ।অতএব এই মহাৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদেরকে আন্তর্জাতিক ভাষা গুলি শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন ,আল্লহর কাছে প্রর্থনা করি যে হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করার তৌফিক দান করো আমীন।

এক জন কবির কবিতা দিয়ে অত্র বিষয়ের ইতি করছি । মনদিয়ে কর সবে বিদ্যাউপর্জন ।সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন ।এই ধন কেউ নাহি নিতে পারে কেড়ে ।যতই করিবে দান ততযাবে বেড়ে । জ্ঞানের প্রদীপ মনে নাহি জলে যা

বিশ্বে প্রথম ভূগর্ভস্থ মসজিদ তৈরী হল তুরস্কে

সমুদ্রের নিচে দিয়ে চালিয়ে সমগ্র বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার পর এবার বিশ্বের প্রথম ভূগর্ভস্থ মসজিদ নির্মাণ করে আবার আলোড়ন তুলল তুরস্ক। দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শর ইস্তানবুলের বুযুকসেকমিক জেলায় এই অভিনব মসজিদটি তৈরী হয়েছে, আঙ্কারা প্রশাসন সূত্রে এখবর জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত বছর সৌদি আরবের উত্তর পশ্চিমে তেবুক শহরে পানির নীচে প্রথম মসজিদ। আর তুরস্কর এই মসজিদটি হল বিশ্বের প্রথম ভূগর্ভস্থ মসজিদ। উল্লেখ্য নবনির্মিত মিনার ও গম্বুজ বিহীন ভূগর্ভস্থ তুর্কি মসজিদ ভূপৃষ্টি থেকে সাত (৭) মিটার বা প্রায় ২৩ ফুট নীচে তৈরী হয়েছে। এক হাজার দুইশত বর্গমিটার এই মসজিদ সংলগ্ন অংশে অধ্যাত্মিক পরিমন্ডল তৈরী করতে সুড়ঙ্গ পথে সূর্যালোক ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। একসঙ্গে প্রায় ৭০০ মুসল্লি স্বলাত আদায় করতে পারবে। (সূত্র : কলম ৮ই নভেম্বর ২০১৩)

মুসলিম কারা ?

- কামালউদ্দিন বিন কাশিমউদ্দিন

ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

পাঠকবৃন্দ ঃ- আমরা জানি আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম আর এটি উল্লেখ রয়েছে সুরা আল ইমরান-৩,আয়াত -১৯ এর মধ্যে ।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম আর যারা ইসলাম ধর্ম মানে তাদেরকে বলে মুসলিম। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলিম নাম দিয়েছেন। যেটা উল্লেখ রয়েছে সুরা হজ্জ-২২,আয়াত-৭৮।

সেই আল্লাহ তোমাদের নাম মুসলিম দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজে অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনা সত্তেও মুশরিক। আর এই বর্তমান সমাজে মুসলিম চেনা কঠিন ব্যাপার। আপনি প্রকৃত মুসলিম বলবেন কাকে?

১) শুধু মাত্র কুরআন ও হাদীস জানলে বা জানালেই কি সে মুসলিম ? ২) বড় বড় পান্জাবী ও টুপি পোষাক ধারিরায় কি মুসলিম? ৩) ঈদ বা জুমার নামাজ পড়লেই কি সে মুসলিম ? ৪) গরুর মাংস খেলেই কি সে মুসলিম? তবে মুসলিম কারা ?

তাহলে আমরা দেখি মুসলিম শব্দটির অর্থ কী?

মুসলিম শব্দটি আরবী শব্দ। এটা এর যার অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পনকারী। নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর দিকে সঁপে দেওয়া। যার অর্থ হচ্ছে আপনি নিজের ইচ্ছামত কথা বলতে পারেন না। কারন কথার মধ্যে সত্য-মিথ্যা রয়েছে। আপনি নিজের ইচ্ছামত খাবার খেতে পারেন না। কারন খাবারের মধ্যে হালাল ও হারাম রয়েছে। এমনকি আপনি নিজের ইচ্ছামত পোষাকও পরিধান করতে পারেন না।

পাঠকনৃন্দঃ- হাদীস কুরআন জানা ব্যক্তির নাম মুসলিম নয়, হাদীস কুরআন জেনে মেনে চলা ব্যক্তির নাম মুসলিম। কিন্তু বর্তমান সমাজে কিছু ভাইরাস মানুষ আছে তারা

মুসলিম নামে কলঙ্ক। মুসলিম হওয়া সত্বেও জুয়ার আড্ডায়, মদের আড্ডায়, গানের আড্ডায়, এমনকি তারা সলাত পর্যন্ত পড়েনা। আর নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। একজন মুসলিম কখনো সালাত ত্যাগ করতে পারে না। এই ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন।
(সুরা রুম-৩০, আয়াত -৩১)

তোমরা সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না ।

পাঠকবৃন্দঃ- এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে যারা সালাত কায়েম করে না তারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ।এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) আরও বলেন-
(মুসলিম ১ খন্ড কুতাবুল ঈমান হাদীস নং ১১৭)

কাফির মুশরিক এবং মুসলমারদের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ত্যাগ করা ।কেউ যদি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে চায় ,তো তার জন্য বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন ।
(বুখারী ১ খন্ড কিতাবুল ঈমান হাদীস নং ৮)

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ।
১) সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ব্যতিত কোন সত্যিকারের মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। ২) সালাত কায়েম করা। ৩) সিয়াম পালন করা। ৪) যাকাত আদায় করা। ৫) হজ্জ পালন করা। আর এই পাঁচটির মধ্যে তিনটি হচ্ছে সমস্ত মুসলিমদের জন্য আর হজ্জ ও যাকাত যাদের সামর্থ্য রয়েছে। তাদের জন্য পাঁচটিই ফরজ। কেউ যদি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ব্যতিত কোন সত্যিকারের মাবুদ নেই এবং মহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল তাহলে সে কখনই আল্লহ ব্যতিত কারও সামনে মাথা নতো করতে পারে না। সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে পারে না। তাকে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম আহকাম মানতেই হবে নচেৎ সে নিজেকে মুসলিম দাবী করতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু শ্রেষ্ট হওয়া সত্তেও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। তাদেরকে অন্তর, বিবেক, বুদ্ধি দেওয়া সত্তেও হাদীস ও কুরআন ভেবে সঠিক জিনিস মানার চেষ্টা করে না। নোংরা মন নিয়ে শুধু একে অপরকে নোংরা ধারনা করে। চক্ষু একটি এতো সুন্দর নিয়ামত অথচ তারা দ্বারায় সঠিক জিনিস না দেখে শরিয়াত বিরোধী নোংরা জিনিস দেখে। কর্ণ একটি এতো সুন্দর নিয়ামত কিন্তু তারা সঠিক জিনিস শ্রবন করে না। তারা শ্রবন করে গান বাজনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন সুরাআরাফ -৭ আয়াত ।

অর্থঃ- তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ন আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবন করে না। এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট।

পাঠকবৃন্দ:- এই বিষয়ের সারাংশ হল এই যে যারা নিজেকে মুসলিম দাবী করবে তাদেরকে আল্লহর একত্ব ঘোষনা করতে হবে। কারন কেউ যদি ঘোষনা করে আল্লাহ এক আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল তাহলে সে কখনোই আল্লহ ব্যতিত কারোর সামনে মাথা নত করতে পারে না, ওতার সাথে কাউকে শরীক করতে পারে না । আর যদি সে শরীক করে, তাহলে জানতে হবে সে এর বিরুধীতা করছে, আর সলাত প্রতিষ্ঠা করতেই হবে । কারন সলাত প্রত্যেক গুনাহর কাজ থেকে বিরতি রাখে, রমযান মাসে সিয়াম পালন করতে হবে, আর সামর্থ্য থাকলে হজ্জ ও যাকাত আদায় করতে হবে । পরিশেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকেই মুসলিম হয়ে মৃত্যু বরন করার তৌফিক দান করো ।(আমীন)

আত্মীয়ের সাথে সৎব্যবহারের দরূণ রিযিক বৃদ্ধি পায়

আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এটা ভালো মনে করে যে, তার রিযিক এবং তার হায়াত বাড়িয়ে দেওয়া হোক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে (বুখারী, ৫৫৫০)

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

-উমার ফারুক বিন জাহিরউদ্দিন

ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজের মানুষ কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ উচ্চ বংশের, কেউ নিচু বংশের, কেউ দক্ষ ও কেউ অদক্ষ । বিভিন্ন পেশায় তারা নিয়োজিত। ইসলাম সকল বৈধ পেশা কে উৎসাহিত করে এবং সকল পেশার মানুষকে ইসলামে মর্যাদা দেয় ও সম্মান করে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন।

অর্থঃ- আমি তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার ।(সুরা হুজরাত, সুরা নং ৪৯,আয়াত ১৩) তাই শ্রমিক-মজুর, দাস-দাসী, শিক্ষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর ও ব্যবসায়ী প্রত্যেকেরই সমাজ নির্মানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে । কাজেই প্রত্যেক পেশাজীবির অধিকারের প্রতি আমাদের সমান যত্নবান হওয়া এবং সমান সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ।

নিজ হাতে উপার্জন করার ফজিলত ঃ-

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করার প্রতি গুরুত্ব অরোপ প্রদান করে বলেন যার অর্থ - কারও জন্য নিজ হাতে উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের উপার্জন খেতেন। (সহীহ বুখারী কিতাবুল বুয়ু হাঃ ২০৭২) অতএব রসুল গন নিজ হাতের উপার্জন খেতেন এবং সাহাবীগন , তাবীগন ও মুহাদ্দীসগন নিজের হাতের উপারর্জন খেতেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন - নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।(সুরা জুমাহ সুরা নং ৬২ আয়াত ১০)

-ঃ শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ঃ-

অনেক সময় শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিকগন উপযুক্ত মজুরি প্রদান না করে ইচ্ছা মতো মজুরিদেন এবং শ্রমিকদের প্রবঞ্চিত করেন ও ঠকান। শ্রমিকরা নিরবে তা সহ্য করে থাকে। এ ধরনের কাজ সম্পুর্ন নিষিদ্ধ শুধু নয়, মানবতা বিরোধীও। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন আল্লহ তায়ালা বলেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। তার মধ্যে এক জন হল ।

যে শ্রমিকের নকট থেকে পুর্ণ শ্রম গ্রহণ করে, অথচ তার পুর্ণ মজুরি প্রদান করে না।(সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, হঃ ২২২৭)

শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা তাদের অন্যতম অধিকার হিসাবে গন্য। মালিকরা ইচ্ছামতো শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করবে কিংবা কথায় কথায় চাকরি ছাড়ার নোটিশ দেবে ,এটা মানবতা বিরোধী। তাই শ্রমিকরা যাতে নিশ্চিন্ত মনে চাকরি করতে পারে, এ ব্যাপারে নিয়োগকারী সংস্থা নিশ্চয়তা প্রদান করবে। অপর পক্ষে শ্রমিকরা অসুবিধার করনে চাকরি ছাড়তে চাইলে, সে সুযোগ তাদের দিতে হবে।

-ঃশ্রমিকদের করনীয়ঃ-

শ্রমিকদের মনে রাখতে হবে যে, মালিকের কারখানা উৎপাদনে যেন তার শ্রমে কোন রকম ঘাটতি না হয়। এই সমন্বয়ে তৈরি হবে মালিক - শ্রমিকের মধুর সম্পর্ক। শ্রমিকদেরকে নিজের দায়িত্ব ভাল ভাবে পালন করে আসতে হবে কারন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন প্রতেক মানুষদেরকে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে তার মধ্যে শ্রমিক। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা হাঃ ১৮২৯) এবং শ্রমিকদেরকে জিজ্ঞাসিত করা হবে তাদের মালিকের মালের সম্পর্কে। যদি মালিক এবং শ্রমিক নিজের দায়িত্ব পালন করে নেই, তাহলে এতে দেশ জাতি উভয়ের উন্নতি হবে ইনশা আল্লহ এতে কোন সন্দেহ নেই ।

রমজান মাস ও রোজার গুরুত্ব

- আমানুল্লাহ বিন কুদরতুল্লাহ
ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

রমযান মাসের রোযা। এটা হচ্ছে ইসলামের চার নম্বর রুকন। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর উপর রোযা ফরয করেছেন। এই রমযান মাসের রোযার প্রতি আল্লাহ তায়ালা খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

অর্থাৎঃ- হে বিশ্বাসীগন তোমাদের জন্য রোযার বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তী গনকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাক্বারাহ, ৪৫ আয়াত)

যে রমযান মাসে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য রোয়া ফরয করেছেন সে মাসটিকে তিনি নানা মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দিয়ে মন্ডিত করেছেন । যেমন ১) এই মাসে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন । মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ-

অর্থাৎঃ- রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন ও সত্যের পার্থক্য কারী রুপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে (বাকারাহ, ৮৫ আয়াত) ২) কুরআন কারীমে কেবল এই মাসের মান উল্লিখিত হয়েছে ।

৩) এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। তিনি বলেন ঃ-

৪) এই মাসে শয়তানদের কে শৃঙ্খলিত করা হয়।

৫) এই মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৬) এই মাসে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। ৭) এক আহবান কারী আহবান করতে থাকে ,হা মঙ্গলকামী ! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দ কারী ! তুমি পিছে হটো ক্ষান্ত হও) নবী (ﷺ) বলেছেন মাহে রমযানের অগমন ঘটলে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের কে শৃঙ্খলিত করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্রাদ্রানে ইসলাম ঃ- উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝাযাচ্ছে যে রমযান মাসে সমস্ত শয়তানদের কে শিকল দিয়ে বেঁ ধেঁ রাখা হয়, তাহলে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে সব শয়তান যদি বাঁধা থাকে তবে মানুষ শয়তানি কাজ কেন করে ? কারন মানুষ কে শয়তানি করার জন্য শয়তন উসকায়। তবে শয়তান যখন বাঁধা থাকে তখন মানুষকে কে উসকায় ? মানুষ শয়তানি কেন করে ? এই রকম প্রশ্ন মনে যাগতে পারে। এ ব্যপারে একটা উদাহারণ দিলে আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন ।

উদাহারনঃ- এ-সি মানুষ গরম কালে এ-সি চালায় তার ফলে ঘর ঠান্ডা হয়ে যায় এবং গরমের হাত থেকে রহাই পাওয়া যায় । তারপর আপনি যখন এ-সি বন্ধ করে দেন তখন কি ঘর সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে যায় ? না সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে যায়না আস্তে আস্তে গরম হয়। ঠিক ওই রকম ভাবে যখন সমস্ত শয়তান কে বাঁধা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে সব বন্ধ হয়না শয়তানি কারন শয়তান যে ফিতনা ছড়িয়ে রেখে গিয়েছে তার প্রভাব আস্তে আস্তে কমতে থাকে এক বারে কমে যায় না। ৪) এই মাসে উমরাহ করলে নবী (ﷺ) এর সাথে হজ্জ করার সমান সাওয়াব লাভ হয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা এই রমযান মাসের রোযার বড় ফযীলত বর্ননা করেছেন। যেমন ১) ‘‘যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই বান্দাকে আল্লাহর ঐ রোযার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বা ১০০ বছরের পথ পরিমান দূরে রাখবেন’’ (বুখারী ২৮৪০ নাং, মুসলিম ১১৫৩, তিরমিজি) ২) আদম সন্তানের সকল আমলকে তার দশ গুন থেকে সাতশো গুন করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ শুধু রোযা ব্যতীত কারন রোযা হচ্ছে আমার জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। যেহেত সে আমারই জন্য তার পানাহার ও যৌনাচার ত্যাগ করে । ৩) রোযাদারের মুখের দূর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকে আম্বারের চেয়েও উত্তম। ৪) কিয়ামতের দিনে রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে রোযা বলবে ‘‘হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌন কর্ম থেকে বিরতি রেখেছিলাম। সুতারং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহন করুন।আর কুরআন বলবে আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরতি রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহন করুন। নবী (ﷺ) বলেন ‘‘অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে। (আহমাদ, তাবারানীর কাবীর ইবনে দুনয়ায় কিতাবুল সহীহ ৯৬৯ নং) তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই রমযান মাস ও রোযার কত গুরুত্ব দিয়েছেন। অব শেষে আমরা আল্লহর কাছে প্রার্থনা করি যে, আমরা যেনো রোমযান মাসের রোযার গুরুত্ব দিতে পারি। (আমীন)

ভাষা আল্লাহ্‌র অনুপম নিয়ামত

- বাদিউজ্জামান বিন এরশাদুর রহমান
ছাত্র, অত্র মাদ্রাসা

ভাষা তথা মাতৃভাষা আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। ভাব ও মত বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম ভাষা। ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বহু উদ্ধৃতি রয়েছে। ইসলামে মাতৃ ভাষার চর্চার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মাতৃভাষা মানে মায়ের ভাষা। মানব শিশু দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়ার পর মা, বাবা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশির কাছ থেকে যে ভাষা শোনে এবং তাদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে তাই তার মাতৃভাষা ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মাতৃ ভাষা প্রচালিত আছে। জগতের সব মানুষই কথা বলে ও মনের ভাব প্রকাশ করে। সবার ভাষা কিন্তু এক নয়। জাতি ও মানচিত্র ভাদে একেক জন একেক ভাষায় কথা বলে।পৃথিবীতে প্রায় ছয় হাজার ও অধিক ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। বিচিত্র এসব ভাষায় বিভান্ন মানুষ কথা বলে থাকে। মহান আল্লহ বলেছেন, - আর তাঁর (আল্লাহ) নিদর্শনা বলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানিদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সুরা রুম, ৩০/২২) জগতের সব কিছুই পরম করুনাময় আল্লাহর সৃষ্টি ও অকৃপন দান। মাতৃভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। বাস্তত ভাষার ব্যবহারে মুখে কথা বলা অথবা কলমে লেখা দুইভাবেই হয়ে থাকে। এটা এমনই এক অশেষ নিয়ামত যা কাউকে বলে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। এজন্য আল্লাহর সব নিয়ামতের সঙ্গে মাতৃভাষাও কদর করা উচিত। আল্লাহু তায়ালা বলেছেন তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাব প্রকাশ করেতে (ভাষা) শিখিয়েছেন (সুরা আর রহমান ৫৫/৩-৪)।

তিনি আরও সূরা আল-আলাকে বলেছেন " যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মাতৃভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ- আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সৎপথ প্রদানের জন্য যুগে যুগে কালে,কালে আসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের ওপর যে সব আসমানি কিতাব অবতীর্ন হয়েছিল তার ভাষা ছিল ওই সব নবী - রাসূলের মাতৃ ভাষা। সেটা মাতৃ ভাষা নাহলে জাতি বুঝতে পারত না। ফলে জনগন সেই নানীর ভাষা না বোঝার দরুন বিভ্রান্ততে নিপতিত হতো।তারা জানতো শিরক, বিদাআত কি? তারা এও জানতো না যে তাওহাদ (একত্ববাদ) ও ইসলামী জীবন কি? তাই ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

অর্থঃ- আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষা ভাষী করে পাঠিয়েছি। তাদের নিকট পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) ওতার দেশবাসীর ভাষা ছিল আরবী তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তাঁর মাতৃ ভাষা আরবীতে অবতীর্ন হয়। তদানীন্তন আরবদেশে ভাষা ও সাহিত্যে কার কতটুকু দক্ষতা তা নির্নয়ের কাব্য পতিযোগিতা চলতো। নবী কারিম (ﷺ) এর ওপর অবতীর্ণ ঐশাগন্থের ভাষার পজ্জলতা দেখে সমকালীন কবি-সাহিত্যিকরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) আরবের সম্ভ্রান্ত করাইশ গোত্রে জন্ম গ্রহন করেন। আরবীছিল তাঁর স্বজাতির ভাষা। মাতৃভাষা তার দক্ষতা ও ছিল অপরিসীম । কোন জাগতিক শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থী নাহয়েও তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সর্বাধিক নৈপুন্যের অধিকারী ছিলেন। হাদীসের মধ্যে বর্নিত আছে যে, নবী করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন। আমি সবচেয়ে বিশুদ্ধ আরবী ভাষী।

ইসলামের নবী (ﷺ) ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর এবং শুদ্ধভাষী ।সারা জীবনে কোন ও মিথ্যা কথা বলেননি, একটি অশুদ্ধ শব্দ ওবাক্য উচ্চারন করেন নি। বাল্যকালেও তিনি বিশুদ্ধ মাতৃ ভাষায় কথা বলতেন, তার শুদ্ধ উচ্চারন শুনে লোকজন আশ্চর্য হতো। তার বাচন ভঙ্গি মাতৃভাষার বিশুদ্ধতা এবং উচ্চারনে সুস্পষ্টতা ছিল নবী (ﷺ) এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর কথা

এমন স্পষ্ট ছিল যে যার তার কাছে বসে থাকতেন, তাঁরা তাঁর কথাগুলো শুনে মুখস্থ করতে পারতেন, লিখেনিতে পরতেন হাদীস সেভাবেই হয়েছে। তিনি বলেছেন আর অন্যরা শুনে -শুনে হিফয করেছেন এবং লিখেছেন। তখনকার দিন কাগজ-কলম সহজলভ্য ছিল না। এত অসুবিধা সত্বেও নবী করিম (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত বানী এমন ভাবে উচ্চারিত হতো যাতে অন্যরা তা লিখেনিতে পারতেন। তিনি দ্রুত বাক্য বলতেন না। তাঁর কথা বলার ধারন এমন ছিল যে, প্রতিটি বাক্যনয়, যেন প্রতিটি অক্ষর। সবাই সহজে বুঝতে পরেন। এভাবেই মহামবী (ﷺ) তাঁর মাতৃ ভাষা শুদ্ধ ভাবে বলতেন এবং সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারন করতেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চা বা শুদ্ধ ভাবে কথা বলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুপম সুন্নাত। মাতৃভাষার ওপর দখল না থাকলে ভালো বক্তা হওয়া যায় না। মাতৃভাষা বাংলাকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া আমাদের কর্তব্য ও দাযিত্ব।আল্লাহ তায়ালা অন্তর্যামী ,তিনি সব ভাষা বোঝেন। তার কাছে জাগতিক সব ভাষার গুরুত্ব সমান মর্যাদার, সব ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি ও সেবাদান। যে কোন ও ভাষায় তাঁকে ডাকা যায়। তাই মহান প্রতিপালকের কাছে আমরা মাতৃ ভাষা বাংলায় নীরবে-নিভৃতে কায়মনোবাক্যে মোনা জাত ও অন্তরের নিবেদন প্রকাশ করে থাকি। মনের আকুতি প্রকাশ করে বিনয় ও মিনতি পূর্বক প্রাথনায় দেহ, মন ও আত্মার মাঝে এক আন্তরিক অনুভূতি তৈরি হয়। (আমীন)

রোযার মান

কুরআন করীমে মহান আল্লাহ্ বলেন, হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল। যেমন তোমাদের পূর্ববর্ত্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।

সর্বপ্রথম সালামের উৎপত্তি ও আদব

আল্লাহ্ তায়াল বলেন : এবং যখন তোমাদের সালাম দেয়া হয় তবে তোর চেয়েও উত্তম ভাবে জবাব দাও অথবা ওইভাবেই জবাব দান করো।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা আদমকে তার নিজের আকার-আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন যাও, ফেরেশতাদের অবস্থানরত দলকে সালাম করো এবং মন দিয়ে শুনবে, তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়। এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। সুতরাং আদম (আঃ) গিয়ে বললেন - আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন আস্ সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। ফেরেতাগণ ওয়ারাহমাতুল্লাহ অংশ বৃদ্ধি করলেন।

অতঃপর যারা বেহেশতে যাবে - তারা প্রত্যেকেই আদম (আঃ) এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে (ষাট হাত হবে) তখন থেকে এখন পর্যন্ত মানুষের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে। (সহীহ বুখারী, ৫৭৮৬)

আমাদের সৃজনের সৃজনকারী এক

- ইস্তেয়াব আলি বিন আতাউর রহমান
সানুবিয়্যাহ সালিস

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব জগতের পালনকর্তা। তারপর দরুদ ওসালাম বর্ষিত হক সমস্ত নবী গনের উপর বিশেষ করে আমাদের নবী (সাঃ) এর উপর।

এই যে বিশাল বিশ্বজগত, এই বিশ্ব জগতের মধ্যে অনেক কিছু আছে।তার মধ্যে কিছু আমাদের দৃষ্টিতে দেখতে পাই, এবং এমন কিছু আছে যা আমাদের দৃষ্টিতে দেখতে পাই না। এই সমস্ত কিছু একজনেরিই সৃষ্টি। কেননা এই বিশ্ব জগতের সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের সেবায় নিযুক্ত। অতি ছটো কিংবা নিক্ষী জিনিস থেকে আরাম্ভ করে অতি জ্যেষ্ট এবং শ্রেষ্ট উদ্ভাবনা বস্তুকে মানুষ তার কল্যানে ব্যবহার করেছে। পষুর হাড় মাংস থেকে আরম্ভ করে,গাছ পালা,বৃক্ষ লতা, সমস্ত জগতিক প্রাণী ও প্রনহীন, বস্ত এবং চন্দ্র, সূর্য, আলো, বা ক্লান্ত বায়ু সব কিছুই মানুষের কল্যানে নিযুক্ত।

বিজ্ঞান এবং বুদ্ধুর ক্রম বিকাশের সাথে সাথে বহু অজানা জিনিসকেও আজ মানুষ তার নিজের কল্যানে ব্যবহার করার প্রায়াস পাচ্ছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ট তাইতো হলো মানুষ বিজ্ঞান দশর্ন অথবা কলা সবকিছুই এ অভিমত ব্যক্ত করে যে কারন ছাড়া কোন কিছু সংগঠিত হয়না। তেমনি ভাবে অন্য দিকে উদ্দেশ্য ছাড়া কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব অকল্পনীয়। এখন প্রশ্ন জাগে এই যে, মহা বিশ্বের সৃষ্টি জানা অজানা অসংখ্য মাখলুকাত যারা সকলেই সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি মানুষের সেবাই নিযুক্ত সেই মানুষ, সৃষ্টির কারন বা উদ্দেশ্য কী?

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(সুরা নং ৫১,আয়াত নং ৫৬)

অবশ্যই আমি মানুষ সম্প্রদায় এবং জিন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি শুধু মাত্র আমারিই উপাসনা করার জন্য উদ্দেশ্য হল এটাই যে আল্লাহর উপাসনা করা।

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত করে এবং আল্লাহ তাআলা এই বিশাল আসমান এবং জমিনকে শৃষ্টি করেছেন তার পর এই বিশাল আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু প্রয়জন ছিল সমস্ত কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুটি জিনিসের মধ্যে সমস্ত কিছু দিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে সমস্ত জিনিস গুলো সৃষ্টি করেছেন তাদের কে সৃষ্টিকরার উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন আসমান ,জমিন ,পাহড়, পর্বত,নদী নালা ,গাছ পালা,পশুপাখি ,জিব জুন্তু পোকা মাকড় থেকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত কিছু একজনেরি সৃষ্টি।এই বিশ্ব জগতের মধ্যে কোন শিল্পি বা চিত্রকর বা কোন ইন্জিনিয়ারের অবকাশ নেই যে ,আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত জিনিস গুলি তৈরি করেছেন ওর থেকে উৎকৃষ্ট জিনিস তৌরি করে দেখানোর কিছুতেই পারবে না, যেমন আল্লাহ বলেন।

অর্থঃ- আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সমস্ত জিনিস কে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লহ রব্বল আরোশের উপর বসে আছেন।(সুরা নং ৩২ ,আয়াত নং ৪)

আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে আল্লহ রব্বুল আলামিন আরোশের উপর বসে আছেন ,আর যিনি বসে আছেন উনি হচ্ছেন এক। এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কর্তা একজন ,অন্য কেউ না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ,আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নেই । কিন্ত যদি থাকতো তাহলে এই আসমান ও জমিনের অবস্থা ওলট পালট হয়ে যেত । এমনটা হয়নি । বরং এই আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা একজন ,সেই একজনিই হচ্ছে আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ।

(সুরা নং ১৮, আয়াত ১১০)

অর্থাৎঃ- তুমি বল আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ আমার উপর প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদের উপাস্যই এক মাত্র উপাস্যা, মাওলানা সালাউদ্দিন তাফসীরে আহসানুল বায়ান, বাংলা তাফসীরের মধ্যে লিখেছেন এই। আয়াতের অংশটি তাফসীর করেছেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর উপর যে সমস্ত অহি আসতো তার মধ্যে সব চেয়ে

গুরুত্ব পূর্ন যে নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। তা হল তোমাদের মাবুদ (উপাস্য) শুধুমাত্র একজন, অন্য জাগাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ।

(সুরা নং ১১২, আয়াত নং-১) অর্থাৎঃ- হে নবী আপনি বলেদিন যে আল্লাহ একক বা অদ্বিতীয়। তাহলে আয়াত গুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে, এই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি কর্তা একজন, বা অদ্বিতীয়। আল্লাহ তায়ালা আর বলেন। (সুরা নং ১১, আয়াত নং ৫১) অর্থাৎঃ- তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর কেননা আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তাহলে এই দুইটি আয়াতের দ্বারা বুঝা যাই যে, আল্লাহ এক বা অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। এই জন্য দরকার যে আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করি, এবং তারি পূজা পাঠ করি।

অন্য জাগাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন।

(সুরা নং ৩৫, আয়াত নং ৩) আর বলেন

(সুরা নং ৫১, আয়াত নং ৫৬) অর্থাৎঃ- আমি মানুষ এবং জিন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি, শুধু মাত্র আমারি উপাসনা করার জন্য। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)বলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে মক্কার প্রধান শাসক বানিয়ে পাঠালেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে যে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সেই উপদেশ ছিল যে, তুমি মক্কাতে গিয়ে তাদেরকে সর্বপ্রথম যে জিনিসের দিকে আহ্বান করবে সেটি হলো আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল ।

কুরআনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন

সুরা নং ১৬,আয়াত নং ৩২)

অর্থাৎঃ- আমি প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটি করে রসুল প্রেরন করেছি যে, তারা শুধু আমার উপসনা করবে এবং তারা খোদাদ্রোহী থেকে বেঁচে থকবে।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমরা যেন একমাত্র তুমারি উপসনা করতে পারি। এবং আমরা যেন তোমাকে এক আল্লাহ বলে মানতে পারি, তুমি আমাদের সকল কেই সেই তৌফিক দান কর। (আমিন)

কুরআন হাদীসের আলোকে সুদ খাওয়ার পরিণাম

- আব্দুর রাজ্জাক বিন নাসিমুল গণি

মুতাওয়াস্‌সিতা সালিসা

সুদ একটি মারাত্মক ক্যানসার ও মুসলিম জাতির ধংসের একটি ভয়াবহ অস্ত্র। সুদ গ্রহন ও প্রদান উভয়ই গর্হিত অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা যেসব পাপের শাস্তির কথা খুব কঠোর ও কঠিন ভাবে উল্লেখ করেছেন,সুদের পানের শাস্তি তার অন্যতম। সুদ মানুষকে অবৈধ অর্থ বৃদ্ধি করার উগ্র বাসনা জাগায় মানুষের মূল সম্পদ ও বৃদ্ধি সম্পদ উভয়কে ধংস করে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন।

আর তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মুলত আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায়না। আর তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে(তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারই বহুগুন সম্পদ প্রান্ত। (সুরা রুম ২৪/৩৯) আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, আল্লাহ সুদকে সংকুচিত করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পছন্দ করেন না। (সুরা বাকারাহ ২/২৭৬)

অত্র আয়াত দুটি দ্বারা প্রমানিত হয় যে, সুদ মানুষের অর্থকে ধ্বংস করে এবং দান মানুষের অর্থকে বৃদ্ধি করে। আল্লাহ (সুবঃ) অপর আয়াতে বলেন, হে ঈমানদারগন! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফের দের জন্য প্রস্তত করা হয়েছে। আর তোমরা অনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত করা হয়। (সুরা আল ইমরান,৩১) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) সুদ কে হারাম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সুরা বাকারাহ,২/২৭৫) শুধু তাই নয়, সুদের কারবারে জড়িত থাকাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শামিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, হে মুমিনগন,তোমরা

আল্লারকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষনা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপর যুলুম করা হবেনা।(সুরা আল বাকারা,২/ ২৭৮-২৭৯)

অথচ আমাদের দেশে সুদকে লাইসেন্সদিয়ে বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন গ্রামীন ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক, রিজাব ব্যাংক, পান্জাব ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক, ইত্যাদি এ সমস্ত সকল ব্যাংক সুদের কার বার করছে কারন তা সরকারের কাছে বৈধ, কিন্তু শুনে রাখুন আল্লাহ সুদের সমস্ত কারবার হারাম করেছেন, যা উপরক্ত আয়াত থেকে প্রমানিত হয়েছে।

আমি আমার মুসলিম ভাইদেরকে বলতে চাই যে সুদকে ছেড়ে দিয়ে আল্লহর দেওয়া পথ অবলম্বন করুন। এ ছাড়া আল্লাহর রসূল (ﷺ) সুদ সম্পর্কে খুবই ভয়ানক শাস্তির কথা উল্লেখ করে ছেন রাসুল (সাঃ) বলেন, জাবির (রাঃ) বলেন রাসূল (ﷺসাঃ) সুদ গ্রহন কারি, সুদ দাতা ও সুদের সাক্ষির প্রতি অভিশাপ করেছেন । এবং এই অভিশাপে তারা সবাই সমান। (মুসলিম, মিশকাত, হা/ ২৮০৭,বাংলা ৬ ষ্ট খন্ড, হা/২৬৮৩, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে সুদ গ্রহন করা,দেওয়া এবং সাক্ষি, কোন রকাজেই থাকা উচিৎ না। কারন রাসূল (ﷺ) অভিশাপ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে কেউ সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করবে তার পরিনতি হবে করুন।(ইবনে মাজাহ হা/ ২২৮৯) আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালাহ (রাঃ) রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কোন ব্যাক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সুদ গ্রহন করলে ছত্রিশাবার যেনা করার চেয়ে কঠিন হবে।(আহমাদ, হাদীস সহীহ, মিশকাত হা/২৮২৫)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নত,রাসূল (ﷺ) বলেছেন। নিশ্চয় সুদ এমন বস্তু যার পরিনাম হচ্ছে সংকুচিত হওয়া যদিও তা বৃদ্ধি মনে হয়। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭) আর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,সুদের পাপের ৭০ টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারন স্তর হচ্ছে পাতাকে বিবাহ করা। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৬, হাদীসটি সহীহ) উক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হচ্ছে যে, মায়ের সাথে অশ্লীল কাজ করা যেমন অপরাধ সুদ খাওয়া ঠিক তেমনই অপরাধ। সুদের পরিনাম নিঃস্বতা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

যেদিন শিঙ্গার ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন তোমরা দলে দলে সামাগত হবে। (সুরা নাবা৭৮/১৮) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ তাফসীর আদওয়াউল বায়ান নামক কিতাবে একটি দ্রীর্ঘ হাদীস বারা ইবনে আজিব থেকে বর্ণিত হয়েছে,যার একটি অংশ হল- কিয়ামতের দিবসে আমার উম্মতকে দশটি দলে উপস্থিত করা হবে। বানরের আকৃতিতে,শুকরের আকৃতিতে, মাথা নিচে ও উপরে করে চেহরার উপরে ভর করে টেনে আনা হবে, অন্ধ,বোবা,বধির করে একদল যারা নিজেদের জিহব্বাকে চাবাতে থাকবে- তাদের জিহব্বা সিনা পর্যন্ত ঝুলান্ত থাকবে এবং তার থেকে পুঁজ নির্গত হতে থাকবে। যার দুর্গন্ধ গোটা হাশর বাসীকে কষ্ট দিবে আর একদল যাদের সীসা গলান পোষাক পরিধান করিয়ে দেওয়া হবে যা তাদের চামড়ার সাথে লেগে থাকবে। যারা শুকুরের আকৃতিতে তারা হল হারাম খোর। আর যাদের মাথা নিচে ও পা উপরে তারা হল সুদখোর। আর যারা অন্ধ তারা হল অত্যাচারী শাসক বিচিরক। যারা বধির তারা হল নিজের আমলে তুষ্ট। যারা জিহব্বা চাবাচ্ছিল তারা হল ঐ সকল আলেম ও বক্তা যারা নিজের আথানুযায়ী আমল করত না যাদের হাত কাটা তারা হল যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত। আর যাদের আগুনের খেজুর বৃক্ষের শুলিবিদ্ধ করা হয়েছে তারা হল ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের প্রতি জুলুম কারিরা। আর যারা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল তারা হল প্রবৃতির অনুসরন কারীরা। সীসা গলান পোষাক পরিহিতরা হল তারা যারা অহঙ্কারী এবং নীজেদের বড় মনে করতো। (তাফসীর আদওয়াউল বায়ান, ৯ম খন্ড, ৭ পৃঃ,ইমাম মুহাম্মাদ আল আমীন আল শানকিতি)

এছাড়া বিদায় হজ্বে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যে ভাষন দিয়েছিলেন তার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছিল, জাহিলিয়েতের সকল সুদ পদদলিত করলাম এবং সর্ব প্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর সকল সুদ রহিত করলাম। (আবু দাউদ ৩৩০৩, ইবনে মাজাহ ৩০৫৫, ইবনে খুযাইমা ২৪০৯)

নম্র আচরণ

- মোঃ নাজিবুল্লাহ বিন অলিউল্লাহ

সানোবিয়াহ, ১ম বর্ষ

পিতা মাতা প্রতিবেশি ও মুসলিম সমাজে পরস্পরের সদাচারন সম্পর্কে এক গুরুত্বপুর্ন বিবরন নীচে পেশ করা হল।

সম্মানীয় পাঠক /পাঠিকা!

সদাচরন বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার আদেশ। সদাচরন এমন একটি জিনিস যার বিনিময়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। যার বিনিময়ে জান্নাত লাভ করা যায় । যার বিনিময়ে জাতিকে পরাজয় করা যায়।

আল্লাহ তায়ালা সদাচরন সম্পর্কে বলেন ঃ-

অর্থঃ- হে মুহাম্মাদ (ﷺ) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে,তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল । নয়তো যদি তুমি কর্কশ বা কঠোর হতে, তাহলে সবাই তোমার পাশে হতে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষ্যমা করে দাও, তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করো ।(সূরা আল ইমরান, ১৫৯ আয়াত)

অত্র অয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নম্র ব্যবহার দান করেছেন। যদি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর ব্যবহার নম্র না হত তাহলে মানুষগন তিনার পাশ হতে সরে যেতো এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা নবী (ﷺ)কে নম্র স্বভাব দিয়েছেন।

নম্র আচারন দিয়ে যা কিছু করা যায় কঠোর ও কর্কশ দিয়ে তা করা যায় না। শুধু তায় নয় দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে মানুষ যদি আপনাকে গালি দেয়, আপনার সাথে মন্দ আচারন করে তাহলে আপনি তাদের মাফকরুন। আর তারা যে গালি দিয়ে ও নিন্দা করে যে পাপ করেছে তার জন্য আপনি আমার নিকট ক্ষ্যমা চান। আপনার এটা যরুরী জিম্মেদারী।

আল্লাহ তায়ালা আর বলেন,

অর্থাৎঃ- ভালো এবং মন্দ সামান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (সুরা ফুস্‌সিলাত ৪১, আয়াত ৩৪)

অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা নবী (ﷺ) কে বলেছেন যে, যারা আপনার শত্রু হয়ে গেছে দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে। আপনি যদি তাদের সাথে নম্র ব্যবহার দেখান তাহলে তারা আপনার বন্ধু রুপে পরিনত হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্নিত; রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ- সদাচারন আল্লাহর আরশ ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। আর বলে, আমাকে যে গ্রহন করবে আল্লাহ তাকে গ্রহন করবে। এবং আমাকে যে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিত্যাগ করবে। (সহীহ মুসলিম হাঃ- ৪৬৩৫)

অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নম্র আচারনের একটা আকার রয়েছে। নম্র আচারন আছে যার, আল্লাহ আয়ালাও আছে তার। আর নম্র আচারন নেই যার আল্লাহ তায়ালাও নেই তার।

হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোমল, তিনি কোমলতা কে ভালবাসেন। আর তিনি কোমলতার প্রতি যত অনুগ্রহ করেন, কঠোরতা এবং অন্য আচারনের প্রতি ত্ত অনুগ্রহ করেন না। মুসলিম শরিফের অপর এক বর্ননায় আছে, একদা রাসূল (ﷺ) আয়েশা (রাঃ) কে বলেন, 'কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতা মূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বাচাও। কারন যাতে নম্রতা ও কোমলতা থাকে তার সৌন্দয বৃদ্ধি হয়। আর যাতে কোমলতা থাকে না, তা দোষনীয় হয়ে পড়ে।(মুসলিম হা ৪৬৯৭)

অর্থাৎঃ- আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সর্বপেক্ষা উত্তম, যে চারিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। (সহীহ বুখারী হা ৩২৫৯)

অর্থঃ- মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, যে একদা সাহাবীগন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ! সর্বোত্তম কোন জিনিস যা মানব জাতিকে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র ।(বায়হাকী, মিশকাত

-৫০৭৮)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন: কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারি যে জিনিসটি রাখা হবে, তা হল উত্তম চরিত্র । আর আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃনা করেন। (তিরমিযী, হাদীস ১৯২৫)

অর্থঃ- জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন; রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করে না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না (মুসলিম হা ৪২৮৩)

উল্লেখিত আল কুরআন এর আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, নম্র আচারন একটি গুরুত্ব পুর্ণ বিষয়। পরিশেষে আমি আল্লাহর(সুবঃ) কাছে প্রর্থনা করি যে, হে প্রভু দয়াময় তুমি আমাদের সকলকেই নম্র আচারন দান করো। (আমীন)

নাইজের অভিনেত্রীর ইসলাম কবুল

সবাইকে হতবাক করে ইসলাম গ্রহণ করলেন নাইজেরিয়ান অভিনেত্রী লিজি আনজোরিন। ওয়েবসাইটে এ খবর তিনি নিজেই জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আদতে খ্রীষ্টান হলেও আমার অন্তর ছেলেবেলা থেকেই ইসলামের দিকেই ঝুঁকে ছিল। তবুও ইসলামি রীতিনীতি মানা সম্ভবপর হয়নি। মূলত তাঁর পিতা খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন বলে। য়দিও তাঁ মা মুসলিম। পিতার মৃত্যুর পরেই ইসলাম কবুলের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে তিনি বলেন, অবশেষে অন্তরের সুপ্ত বাসনা পূর্ণ হল।

রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করা ফরয

- মিরাজউদ্দিন বিল আলি মুনসুর
সানোবিয়াহ, দ্বিতীয় বর্ষ

ইসলাম ধর্মকে যারা মানে তাদের বলা হয় মুসলিম, মুসলমানদের যেমন আল্লাহর আনুগত্য করা ফরজ তেমনি রাসূলে (ﷺ) এর আনুগত্য করাও ফরয। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে নবী (ﷺ) বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকেও অনুসরন কর যাতে আল্লাহ ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু । (সুরা আল ইমরান ৩/আয়াত ৩১)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন - যে লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, সুতারাং আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষনাবেক্ষনকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। (সুরা আন নিসা ৪/আয়াত ৮০) আরো বলেন, অতঃপর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহন করা হয়। (সুরা আল ইমরান ৩/ আয়াত ১৩২)

উক্ত তিনটি আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, রসূল (ﷺ) এর অনুসরন করা ফরজ। কারন আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন যদি তোমরা আমাকে ভালবাস এবং আমার অনুসরন কর তাহলে, তোমরা রসূল (ﷺ) এর ভালোবাস ও রাসূল (ﷺ) অর হুকুম মান্য করা মানে,আমার হুকুম মান্য করা। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে রাসূল (ﷺ) অর আনুগত্য করা ফরয ।

আমরা যদি রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য,অনুসরন না করি তাহলে আমাদের আমল বিনষ্ট হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগন! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর নিজের আমল সমূহ নষ্ট কর না (সুরা মুহাম্মাদ ৩৭/আয়াত ৩৩)

রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহন কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। এবং আল্লাহ কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।(সুরা হাশর ৫৯/ আয়াত ৭)

উক্ত দুটি আয়াত থেকে। এটা প্রমান হয় যে রাসূল (ﷺ) এর পদ্ধতি অনুযায়ি আমাদের আমল করতে হবে। যদি রাসূল (ﷺ) এর এর পদ্ধতি অনুযায়ি আমল না করি তাহলে আমাদের আমল বিনিষ্ট হবে ।

অত্র আয়াত থেকে আরোও প্রমান হয় যে রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করা ফরজ।

এবার আমাদেরকে জানতে হবে যে ,আমরা রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য কেন করব?

কারন মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজের মন মত কোন কথা বলেন না। তাঁর উপরে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়, সেই মতেই তিনি কথা বলেন। এই কারনেই আমরা রাসূলের আনুগত্য করব।যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজের মন মত কোন কথা বলেন না, বরং তাতো ওহী, যা তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর সে মতেই তিনি কথা বলেন। (সুরা আন্‌নাজম ৫৩/আয়াত ৩) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, হে রাসূল (ﷺ)! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও (সুরা মায়েদাহ ৫/আয়াত ৬৭)

উক্ত দুটি আয়াত থেকে এটাও প্রমান হল যে আমাদেরকে রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

এবার হাদীসের দিকে আসা যাক

রাসূল (ﷺ)বলেন, 'আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষন করবে, তারা আমার উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। (বুখারী হাদীস নং ৪৬৯০) রাসূল (ﷺ)আরো বলেন

আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যা ভালভাবে ধারন করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত।(মিশকাত হাদীস নং ১৮৫)

উক্ত দুটি হাদীস থেকে এটাও প্রমান হল যে, যদি আমরা রাসূলের আনুগত্য না করি তাহলে আমরা রাসূল (ﷺ) এর উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত নয়,বরং আমরা পথভ্রষ্ট।

সারাংশ:-

বিষয়ের মূল সার অংশ হল এটা যে, রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করা ফরয। সুতারং আমাদের কে রাসূল (ﷺ) এরই আনূগত্য করতে হবে। অতঃপর পরি শেষে দুয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল কে রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করার তৌফিক দান করেন। (আমীন।)

শওয়ালের ছয়টি রোযার ফজিলত

যে ব্যক্তির রমযানে রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে, তার জন্য শওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। আর এতে তার জন্য রয়েছে বৃহৎ সওয়াব। মহানবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করে সে ব্যক্তির পূর্ণ বৎসরের রোযা রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ হয়।

এই সওয়াব এই জন্য হবে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ১ই কাজের সওয়াব ১০টি করে পাওয়া যায়। অতএব সেই ভিত্তিতে ১ মাসের (৩০ দিনের) রোযা ১০ মাসের (৩০০) দিনের সমান এবং ৬ দিনের রোযা ২ মাসের (৬০ দিনের) সমান; সর্বমোট ১২ মাস (৩৬০ দিন) বা এক বছরের সওয়াব লাভ হয়ে থাকে। আর এই ভাবে সেই রোযাদারের জীবনের প্রত্যেকদিন রোযা রাখা হয়! দয়াময় আল্লাহ্‌ বলেন, কেউ কোন ভাল কাজ করে, সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাব। (কুরআন, ৬/১৬০)

শিশু জাতির ভবিষ্যৎ

- রবিউল ইসলাম বিন যায়েদুলি ইসলাম
সানোবিয়াহ সানি

অর্থঃ- হে মুমিন সম্প্রদায়। প্রথমে নিজেকে ও নিজ পরিবার বর্গকে ঐ জাহান্নাম হতে রক্ষা কর। কারন যার জ্বালানী হচ্ছে মানুষ ও পাথর। (সূরা তাহ্‌রীম, ৬) এই আয়াত দ্বারা আমার বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে যে, প্রতেক পরিবারের মধ্যে শিশু রয়েছে। যারা ভবিষ্যতে গোষ্টি ও জাতির ধারক বাহক প্রশাসক,পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে। আজকের শিশুরাই আগামীতে শিক্ষক, শিক্ষিকা, হয়ে জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ে তুলবে। যাদের দ্বারা সামাজের দুর্নীতি, অত্যাচার, অবিচার দুরভিত হবে। শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই প্রথমে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে জ্ঞানী ধর্মশাস্ত্র বিদ, ন্যায়শাসক, সমাজ সেবক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার রুপে গড়ে তুলতে হবে। তখনই হবে সঠিক জাতির উন্নয়ন। এবং গড়ে উঠবে মঙ্গলজনক দেশ। আর সমাজের মাতা-পিতা যদি নিজ সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করেন তাহলে কাল কিয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহ পাকের নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তাই বলেন? (তাহফাতুল ওদুদ লে ইবনে ক্বাইয়ুম পৃঃ ১৬৪)

অর্থাৎঃ- তুমি সন্তানকে কি শিক্ষা ও আদব শিখিয়েছিলে?

প্রিয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! তাইতো আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের সন্তান সন্ততি যখন পরিস্কার কথা বলতে পারবে তখন আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এর শিক্ষা দাও, এবং যখন দুধের দাঁত ঝরে যাবে নামাযের নির্দেশ দাও।(মাকতাবে শামেলা বই নং ১৭৬, পৃঃ ৩৭৩, হাদীস নং ৪২৩)

প্রিয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ,এই হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, একত্ববাদের জ্ঞান ছাড়া শিশু জাতির, সমাজের ও দেশের মধ্যে বড়ো হয়ে আত্মীয়ে আত্মীয়ে হানাহানি আর ভিতরে বাইরে খুনো খুনি, চুরি, ডাকাতি, অত্যাচার, অবিচার, গুন্ডামী ও ভন্ডামী দূর করতে পারবে না। সুতরং এই শিশুরাই ভবিষ্যতে জাতির, সমাজের ও দেশের পরিবেশকে সুরক্ষা করবে। যদি শৈশবে মাতা -পিতা শিশুকে পাক-পবিত্রতা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেন। তাহলে বাসস্থান, ধর্মস্থান সরকারী ও সমাজীক প্রতিষ্ঠান গুলোর পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা চমৎকার থাকবে। তাই রাসূল (ﷺ) বলেছেন ইসলামে সব চাইতে নিম্ন শ্রেণীর ঈমান হচ্ছে। (বুখারী কিতাবুল ঈমান প্রথম খন্ড পৃঃ ৬,হাদীস ৯)

অর্থাৎঃ- জন সাধারনের রাস্তা হতে কষ্ট দায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। প্রিয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ, দেশের মাটিকে খাটি করতে হলে শিশুকে সুচরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হবে, কারন, চরিত্র হচ্ছে মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ চরিত্রহীন মানুষ হচ্ছে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ইংরেজিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে

অর্থাৎঃ- যদি ধন নাশ হয়, তাহলে কিবা আসে যায়, যদি স্বাস্থ্য নাশ হয়, তবে কিছু হয় ক্ষয়, যদি চরিত্র নাশ হয় তবে সব হয় ছায়।

এছাড়াও বিখ্যাত ইংরেজি লেখক সেমুয়্যাল স্মাইলস আরও বলেন,

অর্থাৎঃ- চরিত্র মানব জীবনে গৌরব ও মুকট স্বরূপ। সুতরং, যে চরিত্র হারায় সে সব কিছু হারায়। যার চরিত্র উন্নত তার আদব, পৃথিবীতে ও আখেরাতে সর্বত্র ।

শিশু হবে জাতির ভবিষ্যৎ তাই তাই মাতা-পিতার প্রতি শিশুর মধ্যে পারস্পারিক প্রেম প্রীতি ভালোবাসার আকর্ষন শক্তি জাগানো অপরিহায্য। প্রেমের জোরে যদি মানুষকে বাধা যায়, ভালোবাসার আকর্ষনে যদি মানুষকে মুগ্ধ করা যায় তাবেই গড়ে উঠে এক অপরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক। এই সম্পর্কই গড়ে তুলেছেন বিশ্ব নবী (ﷺ) তাই তিনি ঘোষনা করেছেন,

অর্থাৎঃ- নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া ভালোবাসা এবং হৃদয়তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে । (মুসলিম ২ খন্ড পৃঃ ৩২১ হাদীস নং ৬০১১২)

মুসলিম ভ্রতৃবৃন্দ! ঐ গুনে যদি শিশুকে গুনান্নীত করা হয় তবেই শিশু হবে জাতির উন্নয়নের প্রতীক। অতঃপর শিশুই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ তাইতো শিশুকে নিন্দা,হিংসা ও বিদ্বেষের গোড়া হতে দূরে,আনেক দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কারন হিংসার আগুন জাতিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। যেমন আগুনে কাঠ বা ঘাস পোড়ালে ঐ সব বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকেনা। মূল উপাদান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর কিছুটা শুন্য আকাশে স্থান পায়। অবশিষ্ট যা থাকে সেটা মূল্যহীন হয়ে থাকে। আর হিংসার জন্ম হচ্ছে আগুনের শিখা হতে, তাই হিংসা হচ্ছে এক ধরনের সমাজের কীট যা সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস করে ফেলে তাই শিশুকে এই আমাদের বয়নীয় মরণ রোগ হতে দুরে সরিয়ে রাখতে হবে।

প্রয় মুসলিম ভ্রতৃবৃন্দ! শিশু হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ তাই শিশুকে সত্যবাদী করে তোলা ও মিথ্যা বাক্য হতে দূরে রাখা এবং সতর্ক করা অপরিহায্য। কারন মিথ্যা সমাজকে জাতিকে ও ঈমানকে কূলুষিত করে। একটি মিথ্যাকে হাজারো লাখো কথা দিয়ে ঢাকানো যায়না। মিথ্যা প্রকাশিত হতেই হবে। প্রকাশিত হলে মিথ্যার মাশুল দিতেই হবে। মিথ্যাবাদী নিজেকে ও জাতিকে লানত, অপমানিত ও ঘৃনিত করে।

তাই অবশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেক মাতা-পিতাকে নিজ সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার তৌফিক দান কর।(আমীন)

সটিক এবাদত কাকে বলে ও কী ?

- আসাদুল ইসলাম বিন হারেজ আলি
সানোবিয়াহ, ১ম বর্ষ

ভূমিকাঃ- আদি যুগ থেকে আমরা লক্ষ করি তাহলে পূর্বের ইতিহাস সাক্ষ দেবে যে, প্রথিবীতে যত বড়ই মনিষী হয়েছে শুধুমাত্র নিজ কর্মকে পুঙ্খানু পুঙ্খানু ভাবে জেনে ও সঠিক ভাবে পরিপূর্ন করার কারনে। আজকে বর্ত মানেও মানুষ সাফল্য মন্ড হচ্ছে ভবিষ্যতেও হবে। আর অপরদিকে যারায় নিজ কর্মকে না জেনে না ভেবে আলসতার ছায়া তলে কাটিয়েছে তারায় ধ্বংশের সম্মুখিন হয়েছে। অতঃপর উপাসনাও ঠিক সেই রুপ।যদি মানুষ তথা মুসলিম সাম্প্রদায় সঠিক রুপে ও বুঝে উপসনা না করে তাহলে ইহকাল ও পরকাল দুটোয় ধ্বংসের সম্মুখিন হবে। সুতারাং আমাদের সঠিক ভাবে জেনে বুঝে উপসনা করতে হবে।

শাব্দিক অর্থ ঃ- ''বিশুদ্ধ '' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হল خَالِصٌ যার অর্থ হল নির্ভূল যার কোন ভূল নেই। ''উপসনা'' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হল عِبَادَتٌ যার অর্থ হল আরাধনা করা, নিয়ম মত মেনে চলা।

পারিভাষীক সজ্ঞাঃ-ইসলামি পরিভাষায় বিশুদ্ধ উপসনা ঐ ইবাদত কে বলা হয়, আল্লাহর দেওয়া বিধান অর্থৎ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যে রুপে আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ) ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশ অনুযায়ী মেনে চলাকেই বিশুদ্ধ বা সঠিক উপসনা বলা হয়। যে রুপে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন,

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ۔(سورة،٩٨۔٥)

অর্থঃ- অতঃপর আল্লাহ বিশুদ্ধ ভাবে। তারই ইবাদত করতে আদেশ করেছেন। আর ওটাই হল তার ধর্ম। (সূরা বাইয়্যিন্যাহ আয়াত নং ৫)

অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তার

বান্দাদের সঠিক ভাবে ইবাদত বা উপসনা করার আদেশ দিয়েছেন। আর সঠিক ভাবে ইবাদত করা হল আল্লাহর দিন।

ইবাদত কী?

আজ বর্তমান আধুনিক যুগে অধিকাংশ মুসলিম সাম্প্রদায় অজ্ঞ হয়ে বলে থাকে, আল্লাহর ইবাদত মানে নামায পড়া রোযা পালন করা যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা এ গুলিই হল আল্লহর ইবাদত। কিন্তু এ কথাগুলো কী পুরো পুরি সঠিক? না ঐ কথাগুলি পুরপুরি সঠিক নয়। কারন যদি শুধুমাত্র নামায পড়ায় ইবাদত হত তাহলে আল্লাহ নিজের পিতামাতার সঙ্গে সৎব্যহার করার নির্দেশ দিতেন না সুতারাং ইবাদত হল ঐ রুপ, কোন মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করার পর আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কর্ম করে সেটাই হল ইবাদত। যেমন ভাবে আল্লাহ বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا (سورة بنی اسرآيل-٢٣)

অর্থঃ- সারা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের আদেশ যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর ওই সত্তা ব্যতিত কারো উপসনা করনা এবং তোমরা নিজ পিতামাতার সঙ্গে সৎব্যবহর কর।(সূরা বানি ইসরাইল আয়াত নং ৩৩) এছাড়াও নবী(صلى الله عليه وسلم)বলেন, عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضاالله في رضاالوالدين وسخط الله في سخط الوالدين (رواه البخاری ،ومسلم)

অর্থঃ- আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্নিত যে, তিনি বলেন নবী (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন যে, মাতাপিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ সন্তুষ্টি হয় । আর মাতাপিতার অসন্তুষ্টর বাধ্যে আল্লাহ অসন্তষ্টি হয়। (বুখারী ৫৯৭৫,মুসলিম ১৩৪১/৩)

অতঃপর উপরের বর্নিত কুরআন ও হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, পিতা মাতার সঙ্গে সৎব্যবহার করা ও তাদের খিদমত তরা হল আল্লাহ ইবাদত। কেননা যদি পিতামাতা সন্তষ্টি হয় তবে আল্লাহ সন্তষ্টি হবে। আর পিতামাতা অসন্তষ্টি হলে আল্লাহ অসন্তষ্ট হয়। সতারং পিতামাতার খিদমত করা হল আল্লাহর ইবাদত। এছাড়াও নিজ সন্তান কে স্নহকরা ও তাদের সঠিক আদর্শে বড় করাও আল্লহর ইবাদত। এছাড়া নিজ প্রতিবেশির সঙ্গে সৎব্যবহার করা ও বিপদে আপদে সাহায্য করাও হল আল্লাহর এবাদত। এর প্রমান নবী (صلى الله عليه وسلم) বলেন,

" হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্নিত তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (صلى الله عليه وسلم) কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর নিকটে সব চেয়ে বড় গুনাহ কী? তখন নবী (صلى الله عليه وسلم) বললেন আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কাউকে অংশিদার করা কারন আল্লাহ তোমাকেই সৃষ্টি করেছে। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর কোন গুনাহ ? তখন নবী (صلى الله عليه وسلم) বললেন কৃপনতার ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করা কারন আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছে আর আল্লাহয় হল খাদ্যদাতা। তার পর আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কোন গুনাহ সবচাইতে বড় ? তখন নবী (صلى الله عليه وسلم) বললেন প্রতিবেশির কোন নারির সঙ্গে ব্যাভিচার বা জেনা করা। (বুখারী ৬৮৬১, মুসলিম ১৪২/৮৬, মিশকাত ১৬ নং পাতা)

উপরের হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বোঝাযায় যে, নিজ সন্তানকে স্নেহ করা ও তাদের ভালোবাসা ও তাদের অন্ন দান করা হল আল্লাহর ইবাদত। কেননা তাদের যদি পালন পোষন ও কৃপনতার কারনে তাদের হত্যা করলে গুনাহ হয় তাহলে তাদের পালন পোষন করা ও ভালোবাসা অবশ্যই আল্লাহর ইবাদত । অনুরুপ নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সৎব্যবহর ও তাদের সাহায্য করা ও বিভিন্ন উপকার করাও আল্লাহর ইবাদত। কারন তাদের সঙ্গে ব্যাভিচার করলে গুনা হয় তাহলে তাদের প্রতি সৎআচারন করা অবশ্যই আল্লাহর ইবাদত।

এছাড়াও গরীব, মিসকিন, অনাথ দূর্বল প্রভৃতি মানুষ কে ভালোবাসা ও তাদের সঙ্গে সৎব্যবহার করাও আল্লাহর ইবাদত। অতঃপর এক কথায় বলা যেতে পারে পৃথিবীতে যতরকমের সৎকর্ম ও দৈনন্দিন জীবনের যতরকম কর্ম রয়েছে সবগুলোই হল আল্লহর ইবাদত। এছাড়া যেমন নবী (صلى الله عليه وسلم) বলেন,

وعن أبی مسعود رض قال:

قال رسول الله ﷺ من دل على خير فله مثل أجر فاعله.(رواه مسلم)

অর্থঃ- ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্নিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে, ব্যাক্তি কোন কল্যানকর কাজের পথ দেখায়, তার জন্য ঐ কল্যান কর কাজ সম্পাদন কারীর অনুরুপ সওয়াব অর্থাৎ নেকি রয়েছে। (মুসলিম ২৬৯১)

অতঃপর হাদীস দ্বারা বোঝাযায় যে, মানুষ কে কল্যানের দিকে আহব্বান করা আল্লাহর ইবাদত। যদি কোন মানুষ যদি সৎকর্মে বা কল্যান কর কর্মে লিপ্ত হয় তাহলে আহাব্বান কারি আমলকারির মত সওয়াব পাওয়া যাবে এছাড়াও আহ্বানকারী ব্যাক্তি আমলকারী ব্যাক্তির কাছে কিয়ামত পর্যন্ত নেকি পৌঁছাতে থাকবে শুধুমাত্র কল্যানের দিকে আহ্বান করার কারণে। এর প্রমান নবী করীম (ﷺ) বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর্ব তার ''আমলনামার'' খাতা বন্দ হয়ে যাবে কিন্তু তিনটি আমল পোঁছাতে থাকবে ১) সাদকা জারিয়াহ ২) উপকারি জ্ঞান ৩) নেক সন্তানের ''দুআ'' (মুসলিম ২য় খন্ড ৪১ পৃঃ)

অতঃপর সৎকর্মে বা কল্যানের দিকে আহ্বান করা হল উপকারি জ্ঞান। যদি সেই উপকার জ্ঞান কল্যানের আহ্বান করবে পৌঁছাতে থাকবে।

উপসংহারঃ- অতএব আল্লাহ মানুষকে তারই ইবাদত করতে সৃষ্টি করেছে । সুতারং কোন মানুষ আল্লহর উদ্দেশ্য কোন কর্ম করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য সওয়াব প্রদান করবে .এছাড়াও আমাদের করনীয় হবে যে, আমাদের আল্লাহর ইবাদত তথা নামাজ রোজা হজ্জ যাকাত এই সব ইবাদতে সঙ্গে। নিজ সন্তানকে সৎআদর্শে নিজ মতা-পিতার সঙ্গে সৎব্যবহার ও প্রতিবেশি সঙ্গে আল্লাহর ভিতি প্রদর্শন করা কারন ঐ গুলোও আল্লহর ইবাদতের মধ্যে অন্ত ভুক্ত ।তাই পরিশেষে দুআ করি হে আল্লাহ আমারা যেন সঠিক ভাবে জেনে বুঝে সঠিক ভাবে জেনে বুঝে তোমার ইবাদত করি ও আমরা যেন তোমারই রহমতের ছায়াতলে বেঁচে থাকতে পারি - আমিন।

সূদ ও তার কুপ্রভাব

- হুসায়েন বিন আশরাফ আলী
সতাওয়াস্‌সিতা সানিয়্যাহ

শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ- সূদ বাংলা শব্দ যার আরবী প্রতি শব্দ হচ্ছে رَبَا ،باب نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার বা Root of varb হচ্ছে কত رُبُوٌّ যার অর্থ বর্ধিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়ে ওঠা ইত্যাদি যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْ بِى الصَّدَقٰت۔ (سورة،٢۔٢٧٦)

পারি ভাষিক সংজ্ঞাঃ- সূদের খুটিনাটি বিষয়াদি সম্পর্কে অবগতির পূর্বে বিখ্যাত সাহাবা আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্নিত রাসূল (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত বানী আমরা উপাস্থাপনা করব।

''আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছে, স্বর্নের বদলে স্বর্ন, রৌপ্যর বদলে রৌপ্য, গমের বদলে গম, যব এর বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবনের বদলে লবন, সমান সমান হাতে হাতে নিবে অতঃপর যে ব্যাক্তি তাতে বেশি চাইলো বা দিল সে সূদে পতিত হল। দাতা, গ্রহীতা উভয় সমান (মুসলিম -১৫৮৪) অর্থাৎ সব শ্রেনীর বস্তুর বিনিময়ে কমবেশি করা।

সূদের ঐতিহাসিক পটভূমিঃ- শ্রোদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! এবার সূদের ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে দৃষ্টি করব। প্রাক ইসলামি যুগে অখন্ড ভারত উপমহাদেশ সহ পবিত্র মক্কানগরীও সূদের যাঁতা কলে নিষ্পেশিত হচ্ছিল ব্যাপক ভাবে। যার দিকে আল্লাহ ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۔(سورة،٣۔١٣٠)

''হে মুমিনগন তোমরা চক্র বৃদ্ধিহারে সূদ খেয়োনা (আল কুরআন ৩: ১৩০)

সূধিবৃন্দ এবার আমরা সূদের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াসপাবো মানুষের জীবনকে দূবির্সহ করা এবং তাকে জাহান্নামী করার জন্য শয়তান যত রকমের ফাঁদ পেতেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় ফাঁদ হল সূদ। ধনীকে ধনী করার ও গরীবকে নিঃস্ব করার বা দুতলাকে দশ তলা এবং এক তলাকে গাছ করার সবচেয়ে, বিধ্বংসী হাতিয়ার হল সূদ। যেমন রক্ত চুষে ফুলে ঢোল হয়ে জোঁক এক সময় মারা পরে। শোষন

করা রক্ত তারদেহে কোন কাজে লাগে না মশা রক্ত খেয়ে মোটা না হয়ে মরে না অথচ ওই রক্ত তার দেহে কোন শক্তি জোগায় না । সূদী কারবারিরা একই রকম ভাবে নিজেরা রক্ত চুষা গিরগিটির মত খাবি খায়। কিন্তু ঐ সম্পদ তার দুনিয়াতে ও আখেরাতে কোন কাজে লাগেনা।

ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ভ্রতৃবৃন্দ এবার আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত সূদের রকমারী নাম ও মানব সমাজে তার মারত্মক প্রভাব সম্পর্কে জানবো বর্তমান বিশ্ব ও আমাদের দেশে তথা পশ্চিম বঙ্গের আপামর জনগণ বিদ্যা-বুদ্ধি, চালাক -চতুর ও সজাগ হচ্ছে তার সাথে ইবলেশের এজেন্ট প্রকাশালী সূদী ব্যাবসায়ীরাও তাদের রকমারী টেকনিক কে মোডি ফাইড করে মানব সমাজ তথা জনগনকে আস্টে-পিস্টে গ্রাস করে ফেলেছে যার মারাত্মক প্রভাব পড়েছে সমাজে। সূধী ইসলামি ভাই ! মনে হয় আপনাদের বুঝাতে পরছিনা তবে চলুন আমি আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই। বিগত বছরে পশ্চিমবঙ্গ সহ কতিপয় অঙ্গ রাজ্যে কখনো সারদা গোষ্টির নামে, কখনো রোজভ্যালির নামে, কখনো সাহারার নামে বিভিন্ন সূদের হতিয়ারে আঘাত হেনেছে লক্ষ লক্ষ জনসাধারনের উপরে। যার ফলস্বরূপ, কখনো সূদীপ সেনের নামে, কখনো দেবজানী ইত্যাদী নামে জেলের অন্ধকারে দিনাতিপাত করছে এর কূপ্রভাব এখানেই শেষ নয় বরং শত শত মানুষ দেনার দায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ।

সূদের ঘৃন্যতা সম্পর্কেঃ- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্নিত রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেন যখন কোন সম্প্রদায়ে বা জনপদে সূদ ও ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাবে তারা নিজেরা আল্লাহর গজবকে অবধারিত করে নেবে ।(মুসনাদে আহমাদ ৩৪০৯)

উপসংহারঃ- এতক্ষন আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে শাসত ইসলাম কতৃক চিরন্তন নিষিদ্ধ সূদ হচ্ছে এক জঘন্য পাপ যা অর্থনীতিকে নিজের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখে দেয়। যার কূপ্রভাব মানব জীবন আজ ওষ্ঠাগত ফল স্বরুপ কেউ গাড়ি-বাড়ি, সয়-সম্পত্তি, ঘটি-বাটি বিক্রি করে সর্বশ্রান্ত হয়েছেন কেউ দেনায় জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বছে নিয়েছেন। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দুয়া করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জঘন্য পাপ থেকে বাঁচার সুমতী দিন।(আমীন)

সিয়াম শব্দের তাৎপর্য

অভিধানে সিয়াম এর সাধারণ অর্থ হল, বিরত থাকা। আর এ জন্যই কথা বলা থেকে যে বিরত থাকে - অর্থাৎ চুপ ও নিস্তব্ধ থাকে তাকে সায়েম বলা হয়। মহান আল্লাহ্ হযরত মারয়্যাম (আঃ) এর ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন,

(সন্তান ভূমিষ্ঠ করার পর) যদি তুমি কাউকে (কোন প্রশ্ন বা কৈফিয়ত করতে) দেখ, তবে তুমি বল, আমি দয়াময় (আল্লাহ্র) জন্য (কথা বলা থেকে) বিরত থাকার নযর মেনেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথাই বলব না। বলাবাহুল্য, এখানে সওম এর অর্থ হল কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

শরীয়তের পরিভাষায় সওম বা সিয়াম এর অর্থ হল, ফজর উদয় থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সঙ্গম ইত্যাদি যাবতীয় রোযা নষ্টকারী কর্ম হতে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করা।

অবশ্য এই সংজ্ঞায় অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকও শামিল রয়েছে। কারণ, প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন, কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়, বরং অসারতা ও অশ্লীল থেকে বিরত থাকার নামই হল (আসল) সিয়াম। সুতরাং যদি তোমাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তোমার প্রতি মূর্খমি প্রদর্শন করে, তাহলে তুমি (তার প্রতিশোধ না নিয়ে) তাকে বল যে, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযা রেখেছি। (সহীহুল জামে, ৫৩৭৬)

ছাত্রদের বাৎসরিক আঞ্জুমান প্রতিযোগিতা ১৪৩৭ হিজরি / ২০১৬ সাল

স্থান : গাজীপাড়া জামে মসজিদ (তারিখ : ১৮ ও ১৯ এপ্রিল, ২০১৬)

ছোটদের বাংলা প্রথম বিভাগ

নং	নাম	শ্রেণী
১.	আজাদুল ইসলাম	মুতাওয়াস্সিতাহ ১ম বর্ষ
২.	আবু হানিফা	মুতাওয়াস্সিতাহ ২য় বর্ষ
৩.	আতিকুর রহমান	মুতাওয়াস্সিতাহ ১ম বর্ষ

বড়দের (উর্দু)

নং	নাম	শ্রেণী
১.	কামাল উদ্দিন	সানবিয়া ৩য় বর্ষ
২.	ওলিউল্যাহ্ আনসারী	সানবিয়া ২য় বর্ষ
৩.	ওমার ফারুক	ফযিলাত ২য় বর্ষ

কিরাত প্রতিযোগিতা

নং	নাম	শ্রেণী
১.	বদরুদ্দোজা	মুতাওয়াস্সিতাহ ২য় বর্ষ
২.	আহ্মাদুল্যাহ	মুতাওয়াস্সিতাহ ২য় বর্ষ
৩.	হুসাইন আহমাদ	মুতাওয়াস্সিতাহ ২য় বর্ষ
৪.	বাদিউজ্জামান	মুতাওয়াস্সিতাহ ২য় বর্ষ
৫.	আব্দুর রাজ্জাক	মুতাওয়াস্সিতাহ ৩য় বর্ষ

আরবী

নং	নাম	শ্রেণী
১.	আসাদুল ইসলাম	সানবিয়া ১ম বর্ষ
২.	শামসদ্দিন	সানবিয়া ১ম বর্ষ
৩.	মুখলেস আহমেদ	সানবিয়া ১ম বর্ষ

ইংলিশ

নং	নাম	শ্রেণী
১.	আসাদুল ইসলাম	সানবিয়া ১ম বর্ষ
২.	আজাদুল ইসলাম	মুতাওয়াস্সিতাহ ১ম বষ
৩.	দানিশুর রহমান	মুতাওয়াস্সিতাহ ১ম বষ

ছোটদের উর্দু

নং	নাম	শ্রেণী
১.	হাসানুর জামান	আদনা
২.	মাহফুজর রহমান	মুতাওয়াস্সিতাহ ১ম বষ
৩.	ইমতিয়াজ আহমাদ	মুতাওয়াস্সিতাহ ১ম বষ

বড়দের বাংলা

নং	নাম	শ্রেণী
১.	যায়েদ সেখ	সানবিয়া ২ বর্ষ
২.	আব্দুল আজিজ মহালদার	সানবিয়া ৩য় বর্ষ
৩.	মুমিন মোল্যা	সানবিয়া ১ম বর্ষ
৪.	তাজেরুল ইসলাম	সানবিয়া ২য় বর্ষ

ক্যুইজ প্রতিযোগিতার সেরা দশজন (বিষয় - সীরাত)

নং	নাম	শ্রেণী
১.	ওলিউল্যাহ - সুলতান আনসারী	সানবিয়াহ ২য় বর্ষ
২.	আসাদুল ইসলাম - হারেজ আলী	সানবিয়াহ ১ম বর্ষ
৩.	মাহতাব উদ্দিন - জালালউদ্দিন	সানবিয়াহ ৩য় বর্ষ
৪.	ওসাইদুর রহমান - আসরাফ আলী	ফাযিলাত ২য় বর্ষ
৫.	মুসারর্ফ - আব্দুস সুবহান	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ
৬.	ইস্তেয়াব আলী - আতাউর রহমান	সানবিয়া ৩য় বর্ষ
৭.	আজিজুল হক - নূরনবী আনসারী	সানবিয়া ৩য় বর্ষ
৮.	ইয়াকুব সেখ - বারাকাতুল্যাহ	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ
৯.	মিনহাজউদ্দিন - আনিকুল ইসলাম	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ
১০.	আজাদুল ইসলাম - জামিরুল ইসলাম	মুতাওয়াস্সিতা ১ম বর্ষ

৩০০ ইংলিশ ওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় সেরা দশজন

নং	নাম	শ্রেণী
১.	জামিল আখতার	সানবিয়াহ ৩য় বর্ষ
২.	ইস্তিয়াব আলী	সানবিয়াহ ৩য় বর্ষ
৩.	আসাদুল্যাহ	সানবিয়াহ ১ম বর্ষ
৪.	ওসাইদুর রহমান	ফাযিলাত ২য় বর্ষ
৫.	আজাদুল ইসলাম	মুতাওয়াস্সিতা ১ম বর্ষ
৬.	আলাউদ্দিন	মুতাওয়াস্সিতা ২য় বর্ষ
৭.	আব্দুর রাজ্জাক	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ
৮.	দানিশুর রহমান	মুতাওয়াস্সিতা ১ম বর্ষ
৯.	মিজানুর রহমান	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ
১০.	আইয়ুব আলি	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ

জামিয়াহ্ থেকে যাঁরা ফাজিলাত ডিগ্রী অর্জন করেছেন তাদের নাম ঠিকানা সাল

নং	নাম	ঠিকানা	সাল
৪৪.	উসাইদুর রহমান	নতুন আড়বেতাই, নদীয়া	২০১৬
৪৫.	উমার ফারুক	উত্তর ধামার গাছ, উত্তর দিনাজপুর	২০১৬
৪৬.	বাদিউজ্জামান	ইলামী, পাকুড়	২০১৬
৪৭.	নাসিরুদ্দীন গাজী	উত্তর রেদোখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২০১৬

যাঁরা হিফ্য্ সম্পূর্ণ করেছেন তাদের নাম ঠিকানা সাল

নং	নাম	ঠিকানা	সাল
৬৫.	নিয়ামাতুল্লাহ	ঝিক্র হাটি, পাকুড়	২০১৬
৬৬.	উমার ফারুক	জয়কিষ্টপুর, পাকুড়	২০১৬
৬৭.	হুসাইন সেখ	ঝিক্র হাটি, পাকুড়	২০১৬
৬৮.	শাহ্জাহান	খলিফাবাদ, মুর্শিদাবাদ	২০১৬

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতার ফলাফল

দ্বিতীয় বিভাগ (হিফয আদনা মুতাওয়াস্সিতা) বাংলা

নং	নাম	শ্রেণী
১.	আজাদুল ইসলাম	মুতাওয়াস্সিতা ১ম বর্ষ
২.	দানেসুর রহমান	মুতাওয়াস্সিতা ১ম বর্ষ
৩.	আব্দুর রাজ্জাক	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ
৪.	মীর মোহাম্মাদ	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ

প্রথম বিভাগ (উর্দু)

নং	নাম	শ্রেণী
১.	ওলিউল্যাহ আনসারী	সানবিয়া ২য় বর্ষ
২.	আব্দুল্যাহ	ফাযিলাত ১ম বর্ষ
৩.	কামালউদ্দিন	সানবিয়া ৩য় বর্ষ

বিভাগ আরবী

নং	নাম	শ্রেণী
১.	আব্দুল্যাহ	ফাযইলাত ১ম বর্ষ
২.	ওলিউল্যাহ	সানবিয়া ১ম বর্ষ
৩.	নাসির উদ্দিন	ফাযিলাত ৩য় বর্ষ

ইংলিশ স্পীচ

নং	নাম	শ্রেণী
১.	আজাদুল ইসলাম	মুতাওয়াস্সিতা ১ম বর্ষ
২.	আসাদুল সেখ	সানবিয়া ১ম বর্ষ
৩.	হাসিবুল্যাহ	সানবিয়া ১ম বর্ষ

দ্বিতীয় বিভাগ (উর্দু)

নং	নাম	শ্রেণী
১.	মাহফুজুর রহমান	মুতাওয়াস্সিতা ১ম বর্ষ
২.	আসিকুল ইসলাম	মুতাওয়াস্সিতা ৩য় বর্ষ
৩.	আকবার আনসারী	মুতাওয়াস্সিতা ২য় বর্ষ
৪.	সামশুদ্দিন	মুতাওয়াস্সিতা ১ম বর্ষ

প্রথম বিভাগ (বাংলা)

নং	নাম	শ্রেণী
১.	নাজিবুল্যাহ	সানবিয়া ১ম বর্ষ
২.	এক্রামুল হক	ফাযিলাত ১ম বর্ষ
৩.	রবিউল ইসলাম	সানবিয়া ২য় বর্ষ
৪.	ওসাইদুর রহমান	ফাযিলাত ২য় বর্ষ

২০১৫ সাল হইতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সর্বমোট আয়ের বিবরণ

ক্র. নং	মাসের নাম	যাকাত/ফিতরা চামড়া	বাজার থেকে আয়	ঘর ভাড়া আয়	দান ও সাদ্‌কাহ্‌	বিবিধ আয়
১.	জুন-১৫		৬১,৪৭৫/-	-	-	-
২.	জুলাই-১৫	১৫,৪২,৯৯০/- Z	৮৮,৯৮০/-	-	-	২,৫০০/-
৩.	আগষ্ট-১৫	৯৬,৩৩০/- F	৪৮,৬১০/-	-	৬,৫০০/-	-
৪.	সেপ্টে-১৫	৮৩,৮০০/- AD	৪৩,৮৯০/-	-	১৪,১০০/-	-
৫.	অক্টো-১৫	৩২,৫১৫/- C	৪৮,১০০/-	-	৭,০৫০/-	১,০০০/-
৬.	নভে-১৫	৯,০৭,১০০/- CS	৫৯,৯৭৫/-	৭,২৬০/-	১০,৩০০/-	৩,০০০/-
৭.	ডিসে-১৫	-	৫৬,০৭০/-	-	৯,৪০০/-	১২,৫০০/-
৮.	জানু-১৬	-	৬০,২৪৬/-	৭,২৬০/-	১৬,০০০/-	-
৯.	ফেব্রু-১৬	-	৫২,৪৮৬/-	-	-	-
১০.	মার্চ-১৬	-	৫৬,৫৮০/-	৭,২৬০/-	১,৫০০/-	৯২০/-
১১.	এপ্রিল-১৬	-	৫০,২৫৫/-	-	১,২৫০/-	২,০০০/-
১২.	মে-১৬	-	৬২,০৯৮/-	৭,২৬০/-	২৪,৮৩০/-	২,০০০/-
	মোট	২৬,৬২,৭৩৫/-	৬,৮৮,৭৬৫/-	২৯,০৪০/-	৯০,৯৩০/-	২৩,৯২০/-

সর্ব্বমোট - ৩৪,৯৫,৩৯০/-

২০১৫ সাল হইতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয়ের বিবরণ

ক্র. নং	মাসের নাম	ইলেক্ট্রিক ব্যয়	রান্না ব্যয়	শিক্ষকগণের বেতন	আয়েষা সিদ্দিকার বেতন	কর্মচারীগণের বেতন	বিবিধ ব্যয়
১.	জুন-১৫	-	৭,৫০৮/-	-	-	৭,২০০/-	-
২.	জুলাই-১৫	১৬,০১০/-	৮,৪৯০/-	-	৪,০৭৫/-	৯,৭০০/-	২৯,০০০/-
৩.	আগষ্ট-১৫	৪,৫০০/-	৬৯,৬৭০/-	৮৮,২০০/-	৪,০৭৫/-	৯,৭০০/-	১৭,৮৫০/-
৪.	সেপ্টে–১৫	৮,০১০/-	৩৯,০৬৬/-	৯৪,৭০০/-	৪,০৭৫/-	৯,৭০০/-	-
৫.	অক্টো-১৫	২২,১০০/-	৬১,৩৭৫/-	৯৩,৭০০/-	৪,০৭৫/-	৯,৭০০/-	৪০০/-
৬.	নভে-১৫	১১,৩৫০/-	৬১,৬৭৯/-	৯৩,৭০০/-	৪,০৭৫/-	৯,৭০০/-	-
৭.	ডিসে-১৫	১৯,১০০/-	৮১,৪৩০/-	৯৩,৭০০/-	৪,০৭৫/-	৬,৭০০/-	-
৮.	জানু-১৬	১০,৩০০/-	২৮,৫৮৮/-	৮৯,২০০/-	৪,০৭৫/-	৬,৭০০/-	-
৯.	ফেব্রু-১৬	৬,৪০০/-	৫৩,৪৪০/-	৯৩,৭০০/-	২,৭৭৫/-	৬,৭০০/-	১,৭০০/-
১০.	মার্চ-১৬	৬,০৭০/-	৬১,৩২৩/-	৮৮,২০০/-	২,৭৭৫/-	৬,৭০০/-	৩,০০০/-
১১.	এপ্রিল-১৬	১৪,১১০/-	৫২,৯১০/-	৮৮,২০০/-	২,৭৭৫/-	৬,৭০০/-	১,২৫০/-
১২.	মে-১৬	১৬,৪০০/-	৬২,৫৩০/-	২,৬৪,৬০০/-	২,৭৭৫/-	৬,৭০০/-	৭,৫২০/-
	মোট	১,৩৪,৩৫০/-	৫,৮৮,০০৯/-	১০,৯৩,৪০০/-	৩৯,৬২৫/-	৯৫,৯০০/-	৬০,৭২০/-

সর্ব্বমোট - ২০,১২,০০৫/-

২০১৫ সাল হইতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সর্বমোট আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

গত বছরের উদ্বৃত্ত	-	৩,৪৯,২৬৫/-
এবছরের সর্বমোট আয়	-	৩৪,৯৫,৩৯০/-
মোট	-	৩৮,৪৪,৬৫৫/-
সর্ব্বমোট ব্যয়		
১) মাদ্রাসা পরিচালনায় ব্যয়	-	২০,১২,০০৫/-
২) মাদ্রাসায় চতুর্থ তলে ফিনিশিং এর কাজ	-	৩,৪৪,৯০০/-
৩) বাজারের নীচেয় মেঝে ঢালাই বাবদ	-	১,৩৭,৪০০/-
৪) তৃতীয় ও চতুর্থ তলে বাইরে ও ভীতরে রঙ বাবদ	-	৯৮,০০০/-
৫) পাইপলাইনের কাজ বাবদ	-	৫৪,০০০/-
৬) পায়খানার দরজা বাবদ	-	৩৮,০০০/-
৭) তৃতীয় ও চতুর্থ তলে ইলেক্ট্রিক কাজ বাবদ	-	৩৯,৫৫০/-
৮) জানালার স্লাইডিং পাল্লা ও গ্রীল বাবদ	-	৪২,৫০০/-
৯) ইকরা হাই মাদ্রাসায় ভর্তুকী	-	৪০,০০০/-
১০) বাজারের তৃতীয় তলে ফিনিশিং বাবদ বরাদ্দ	-	৫,০০,০০০/-
মোট ব্যয়	-	৩৩,০৬,৩৫৫/-

সর্ব্বমোট আয়	-	৩৮,৪৪,৬৫৫/-
সর্ব্বমোট ব্যয়	-	৩৩,০৬,৩৫৫/-
এখন মোট বাঁচাও	-	৫,৩৮,৩০০/-

বিঃ দ্রঃ- বাজারের তৃতীয় তলে ফিনিশিং এর কাজ চলছে